৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৩ + ০৪

টপিক:

- ✓ ১৯৬৬-র ৬ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা (১৯৬৬-১৯৭১)-এর মার্চ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম)। মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধে ভারতসহ পরাশক্তি (আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স) ও জাতিসংঘের ভূমিকা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (বিজয় অর্জন) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উন্মেষ-উদ্ভাস প্রতিষ্ঠান

* পরাশক্তিসমূহের ভূমিকা ।

ছয় দফা কর্মসূচির পটভূমি

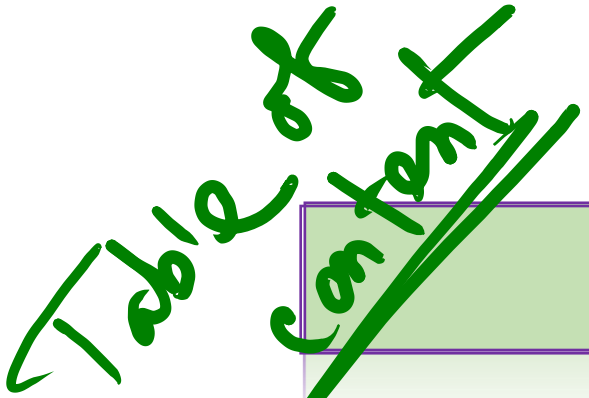

পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য

- শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন
- প্রতিরক্ষা বৈষম্য
- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

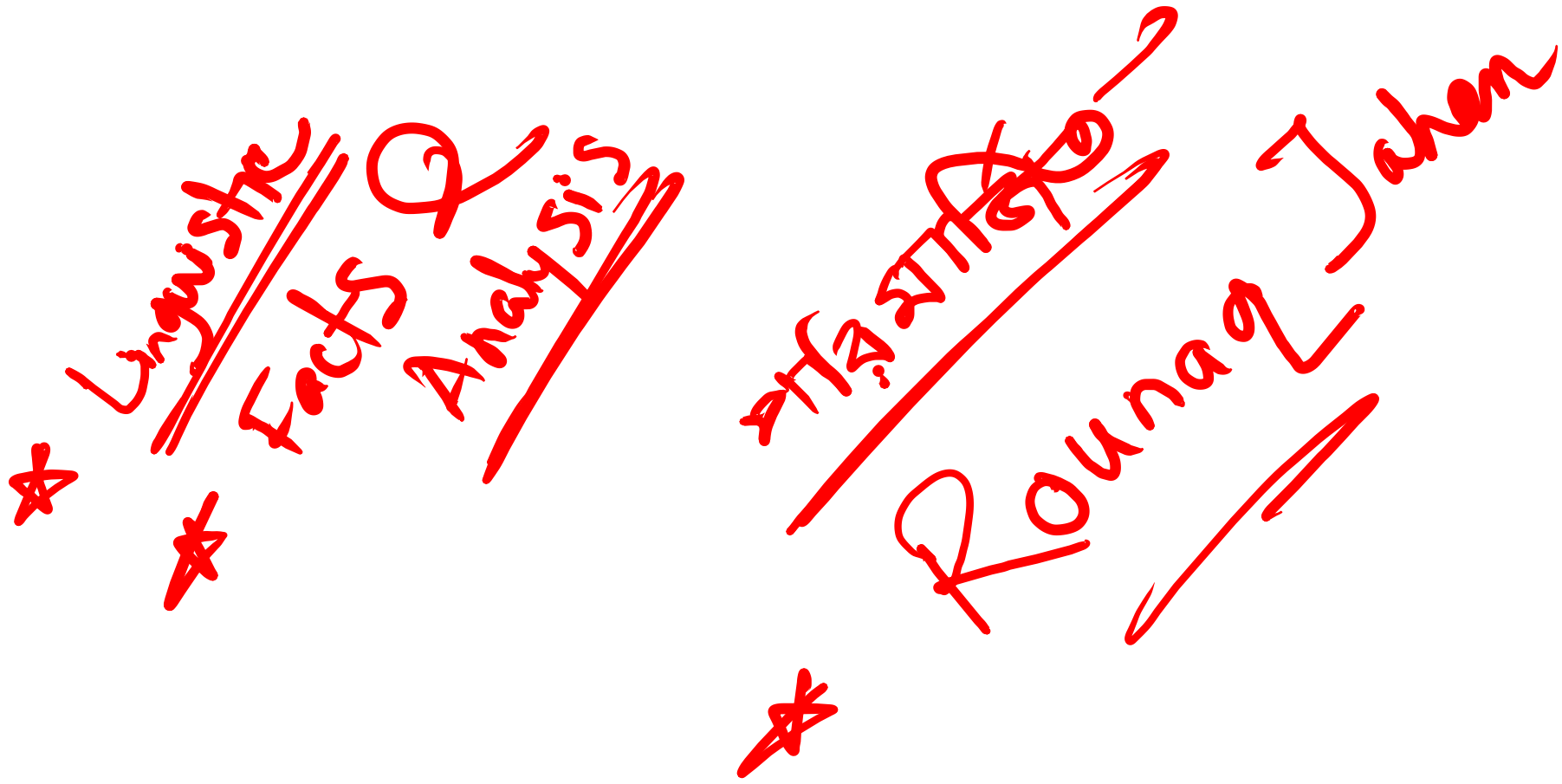

* Linguistic Facts & Analysis
* [illegible] Rounaq Jahan
*

Pakistan : Failure in National Integration

Rounaq

৬ দফা

❑ পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য

ছয় দফা কর্মসূচি ছিল দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া শাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের পটভূমিতে গড়ে উঠা জাতীয় মুক্তির অব্যর্থ মূলমন্ত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের ওপর চালিয়ে যাওয়া শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল সর্বপ্রথম সুসংগঠিত পদক্ষেপ। ছয়দফা কর্মসূচির পটভূমি নিম্নরূপ:

➢ অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০% থেকে ২৫% কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো ৫০% থেকে ৭০%। অপরপক্ষে বৈদেশিক আমদানি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল মাত্র ২৫% থেকে ৩০% এ সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের ৬০% পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত হতো।

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন [illegible]

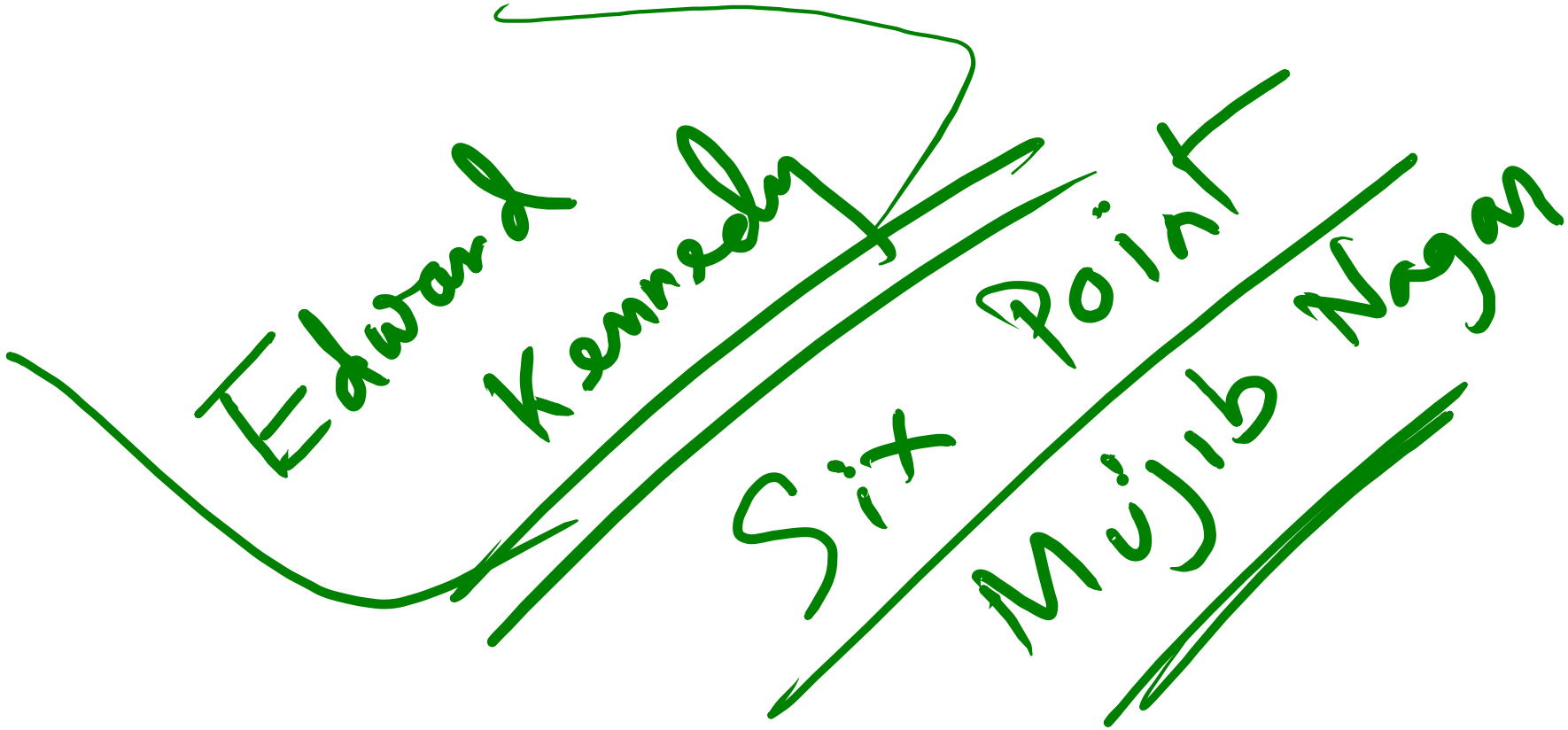
Edward Kennedy
Six Point
Mujib Nagar

➢ প্রতিরক্ষা ব্যয়ে বৈষম্য

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের এক সারণিতে দেখা যায় যে, ১৬ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের ৩,৭৯৫.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে ২,১১৭.১৮ কোটি টাকা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যয় যার শতকরা হার ৫৬% অথচ এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০%।

➢ চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক পদে ৮৪% পশ্চিম পাকিস্তানি, ১৬% বাঙালি এবং বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে ৮৫% পশ্চিম পাকিস্তানি ও ১৫% বাঙালিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগের হার ১০% এর বেশি ছিল না।

৬ দফা

১ম দফা	• দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি
২য় দফা	• কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা/দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি
৩য় দফা	• মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
৪র্থ দফা	• রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয়
৫ম দফা	• বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
৬ষ্ঠ দফা	• আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা

৬ দফা

❑ মুক্তির সনদ বলার কারণ :

পাকিস্তান এর স্বাধীনতা বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রেখে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিতে রাজনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করে একটি প্রবর্তনযোগ্য রূপরেখা প্রণয়ন করেন বঙ্গবন্ধু। এই ছয়টি দাবি বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান আমলে আরোপিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পেত বাংলার সাধারণ মানুষ। এই প্রেক্ষাপটে ছয় দফা দাবিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে আখ্যায়িত করা শুরু হয়।

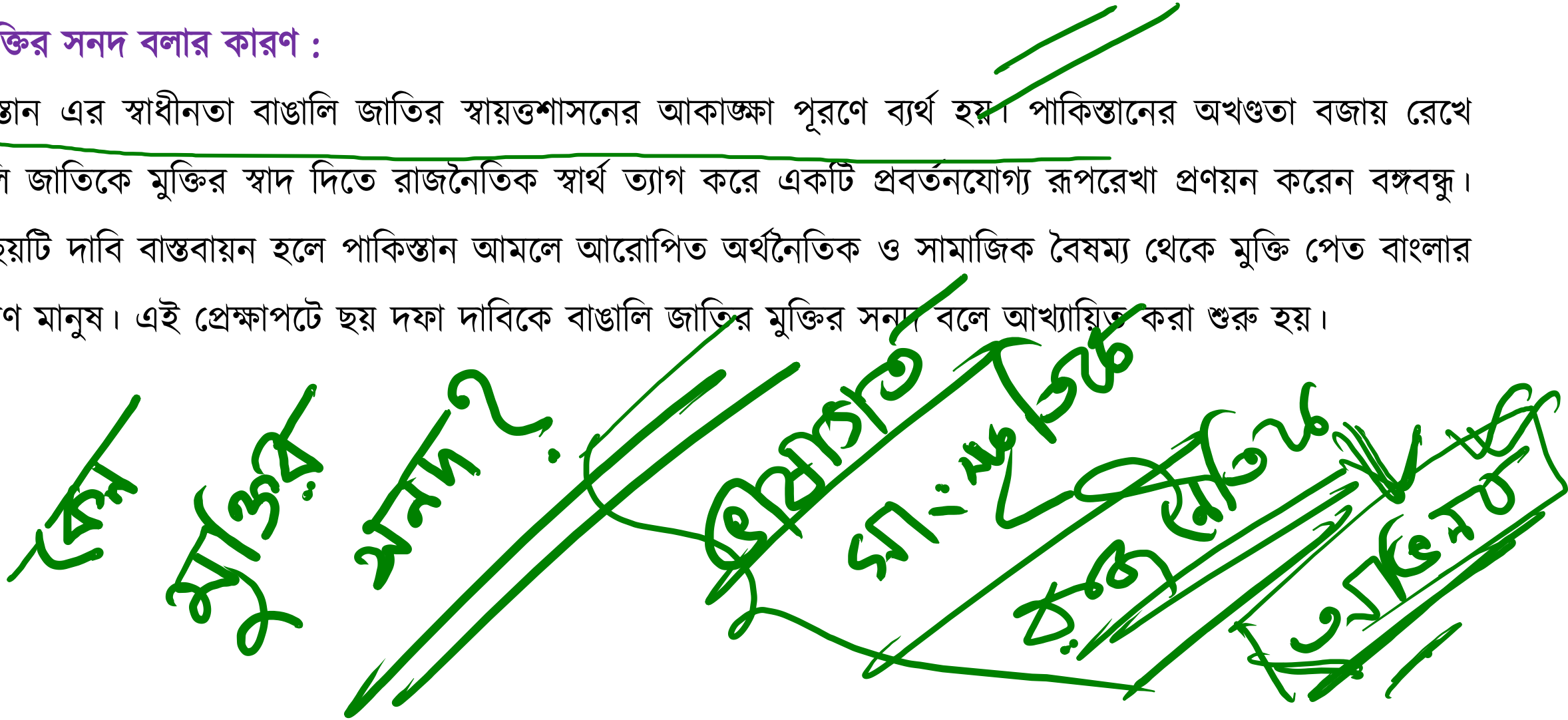

মুন্সী প্রেমচন্দ

— সংকলন ২০১৫

৬

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- **অভিযোগঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় **সশস্ত্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা** করার চক্রান্ত করছে।
- মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এই মামলাটির **আনুষ্ঠানিক নাম** ছিল **'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'** [State Vs Sheikh Mujibur Rahman & others]
- ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় এ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার **তথ্য ফাঁস করে দেন** পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেনসের সদস্য **আমির হোসেন**।
- ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস.এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় মামলার বিচার শুরু হয়। **শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য**।
- এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন। রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।
- প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে **প্রবাসী বাঙালিরা** ব্রিটেনের প্রখ্যাত **আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম** এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ।
- ২৯ জুলাই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। **স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে** বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

সত্যমেব
জয়তে

প্রশ্ন : হবে?

<u>প্রস্তাবনাগুলো</u>

*

[illegible] ?

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- **শেখ মুজিবুর রহমানকে ১নং আসামি** করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার **৩৫ জনকে** অভিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় **২নং আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনকে**। আসামিদের মধ্যে সিএসপি (CSP) অফিসার ছিলেন ৩ জন। অন্যরা হলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজনীতিবিদ।
- যারা এই মামলায় বন্দি হয়ে ছিলেন তাদের ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী আইনে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন, রাজসাক্ষী হতে সম্মত হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল।
- মামলার **১৭নং আসামি** সার্জেন্ট জহুরুল হককে **১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি** বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।
- শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলাকে **'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র'** মামলা নামে অভিহিত করেন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার **শেষ আসামি ছিলেন লে. আব্দুর রউফ** (নৌ বাহিনী)।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় **প্রধান ফরিয়াদী** হিসেবে ছিলেন পাঞ্জাবি **আইনজীবী মঞ্জুর কাদের**।
- আগরতলা মামলায় **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** বিরুদ্ধে **অভিযোগ** উত্থাপন করা হয়েছিল **১৬টি**।

'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

❑ ধারাবাহিক ঘটনাবলি

❖ ৪ জানুয়ারি - সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

❖ ৮ জানুয়ারি - গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক (DAC) গঠিত হয়।

❖ ২০ জানুয়ারি - ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

❖ ২৪ জানুয়ারি - পুলিশের গুলিতে নিহত হন নবকুমার ইন্সটিটিউটের কিশোর ছাত্র মতিউর রহমান-সহ আরো অনেকে।

❖ ১৫ ফেব্রুয়ারি - কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক কে হত্যা।

❖ ১৮ ফেব্রুয়ারি - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌন মিছিলে গুলি চালালে নিহত হন শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।

❖ ২২ ফেব্রুয়ারি - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দান

❖ ২৩ ফেব্রুয়ারি – ছাত্রনেতা তোফায়েল শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন।

❖ ২৬ ফেব্রুয়ারি - বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। পরবর্তীতে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

১৯৭০ এর নির্বাচন

❖ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় বসেন। এই দিনে **ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করে ১৯৬২** সালে আইয়ুব প্রবর্তিত ২য় সংবিধান বাতিল করেন। অতঃপর তিনি নতুন এবং ৩য় সংবিধান দেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি গণপরিষদ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন দেয়ার জন্য ৩০ মার্চ ১৯৭০, ২৭টি অনুচ্ছেদ ও ৩টি তফসিল যুক্ত **The Legal Framework Order (LFO) জারি** করেন।

➲ **নির্বাচনের তারিখঃ** ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, জাতীয় পরিষদে এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর ১৯৭০, গর্কি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় আসনগুলোতে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১।

➲ **আওয়ামী লীগের ইশতেহারঃ ৬ দফা**

➲ **প্রতীকঃ**
- ➢ আওয়ামী লীগ – **নৌকা।**
- ➢ পাকিস্তান পিপলস পার্টি – তীর।

➲ **আসনঃ** জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে **জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন** করা হয়।

➲ পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে **প্রথম সাধারণ নির্বাচন** অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

➲ বাঙালি জাতির ইতিহাসেও এটি প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন

পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
নির্বাচিত	১৬২	নির্বাচিত	১৩৮
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৭	সংরক্ষিত মহিলা আসন	৬
মোট	১৬৯	মোট	১৪৪
মোট ৩১৩			

✪ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** জাতীয় পরিষদের **১১১ নং আসন** (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়ী হন।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র

সম্পর্ক

মো: সেলিম

বা-না এলাহাম

১৯৭০ এর নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৯৭০ এর নির্বাচন

❖ **ফলাফলঃ** পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ১৬৯ আসনের মধ্যে **আওয়ামী লীগ ১৬৭টি** আসন পেয়ে একক বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। পিপিপি ৮৭ আসন পেয়ে ২য়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫.১% ও প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন			
আওয়ামী লীগ		পিপলস পার্টি	
নির্বাচিত	১৬০	নির্বাচিত	৮৩
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৭	সংরক্ষিত মহিলা আসন	৪
মোট	১৬৭	মোট	৮৭
মোট = ৩১৩			

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন			
পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
নির্বাচিত	২৮৮	নির্বাচিত	১২
সংরক্ষিত	১০	সংরক্ষিত	০
মোট	২৯৮	মোট	১২
মোট ৩১০			

৭ মার্চের ভাষণ

❑ এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন। যথা–

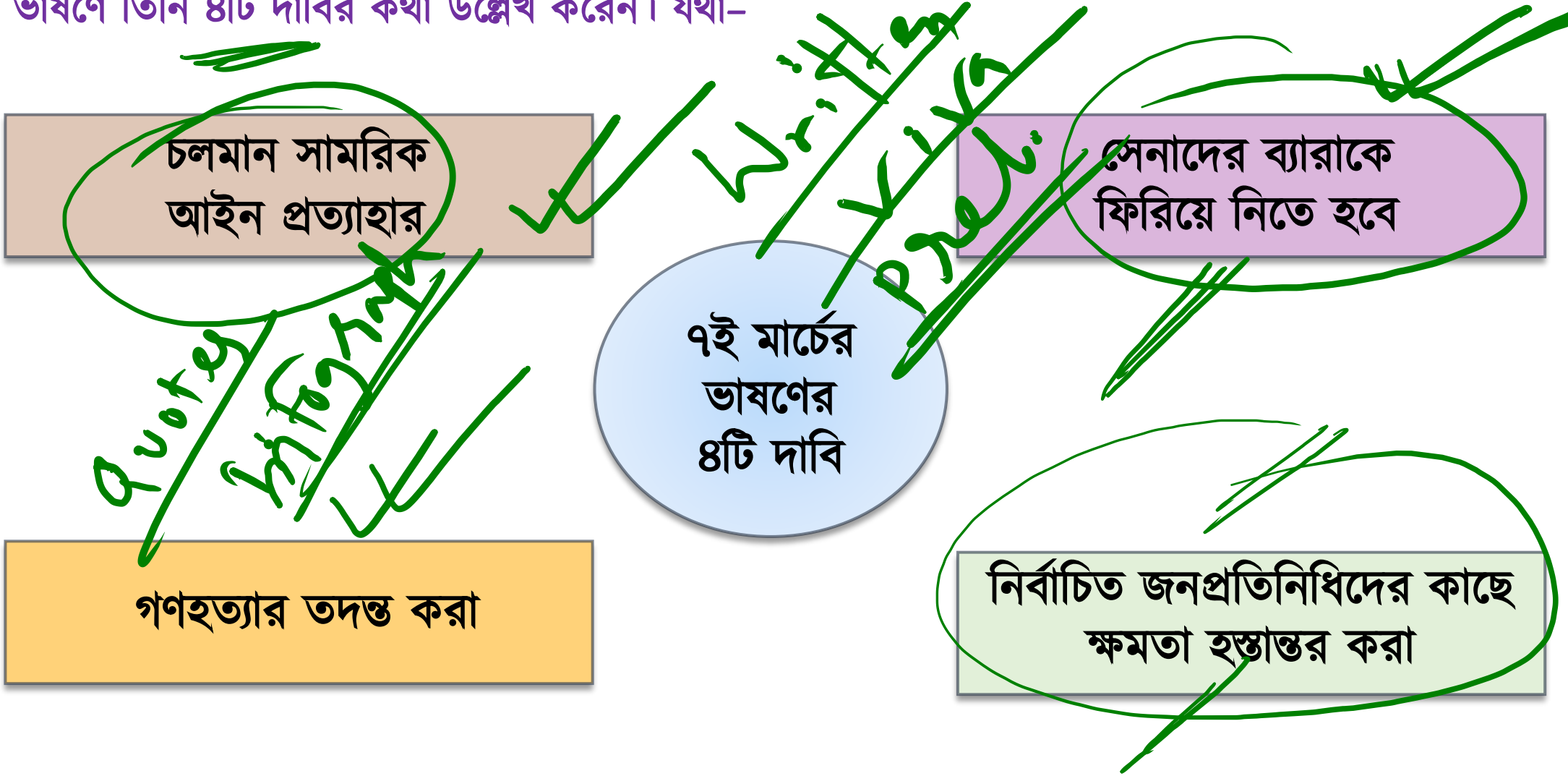

Raw text

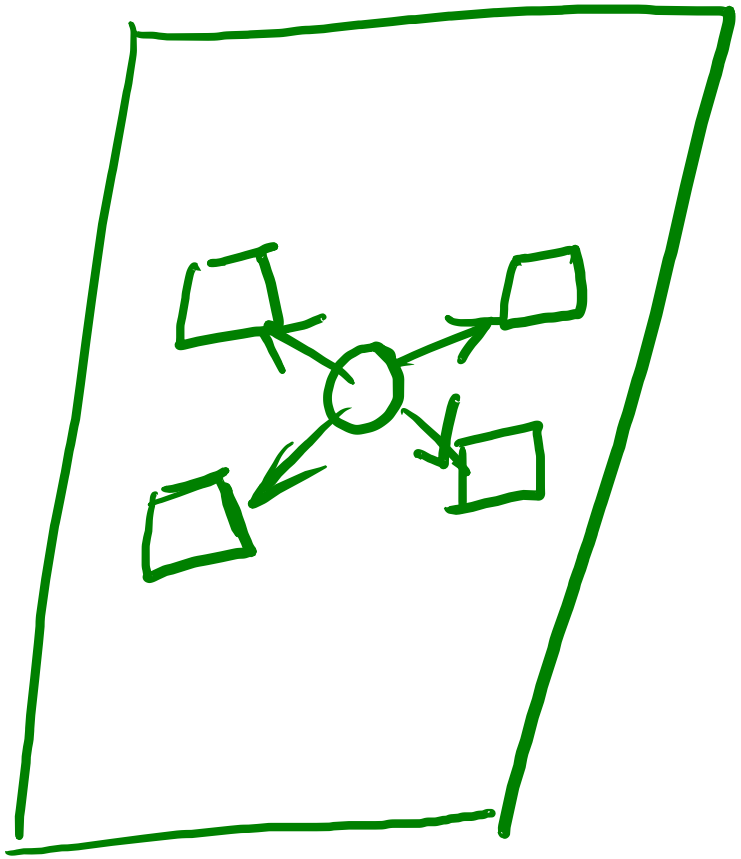

* <u>পত্র লেখা</u>
* <u>Quotations</u>

২৫ মার্চের গণহত্যা

➢ ২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ

একটি জনগোষ্ঠীর স্বাধিকারের দাবিকে চিরতরে মুছে দিতে ঢাকায় চালানো ওই হত্যাযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান।

➢ গণহত্যার স্বীকৃতি

মূলত ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করছে জাতি। তবে বাঙালি জাতির কাছে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই জঘন্যতম গণহত্যা এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি।

➢ অপারেশন বিগবার্ড

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার নামই 'অপারেশন বিগবার্ড'। পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার (অব) জহির আলম খান ও মেজর বেলাল এ অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের এ অপারেশনে কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সরাসরি উল্লেখ ছিল না। তবে পাকিস্তানি সেনাদের এ অপারেশনে 'বিগ বার্ড' নামে বঙ্গবন্ধুর একটি কোড নাম ছিল। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানিদের নিশ্চিতকরণ রেডিও বার্তা ছিল: 'The Big Bird in Cage'।

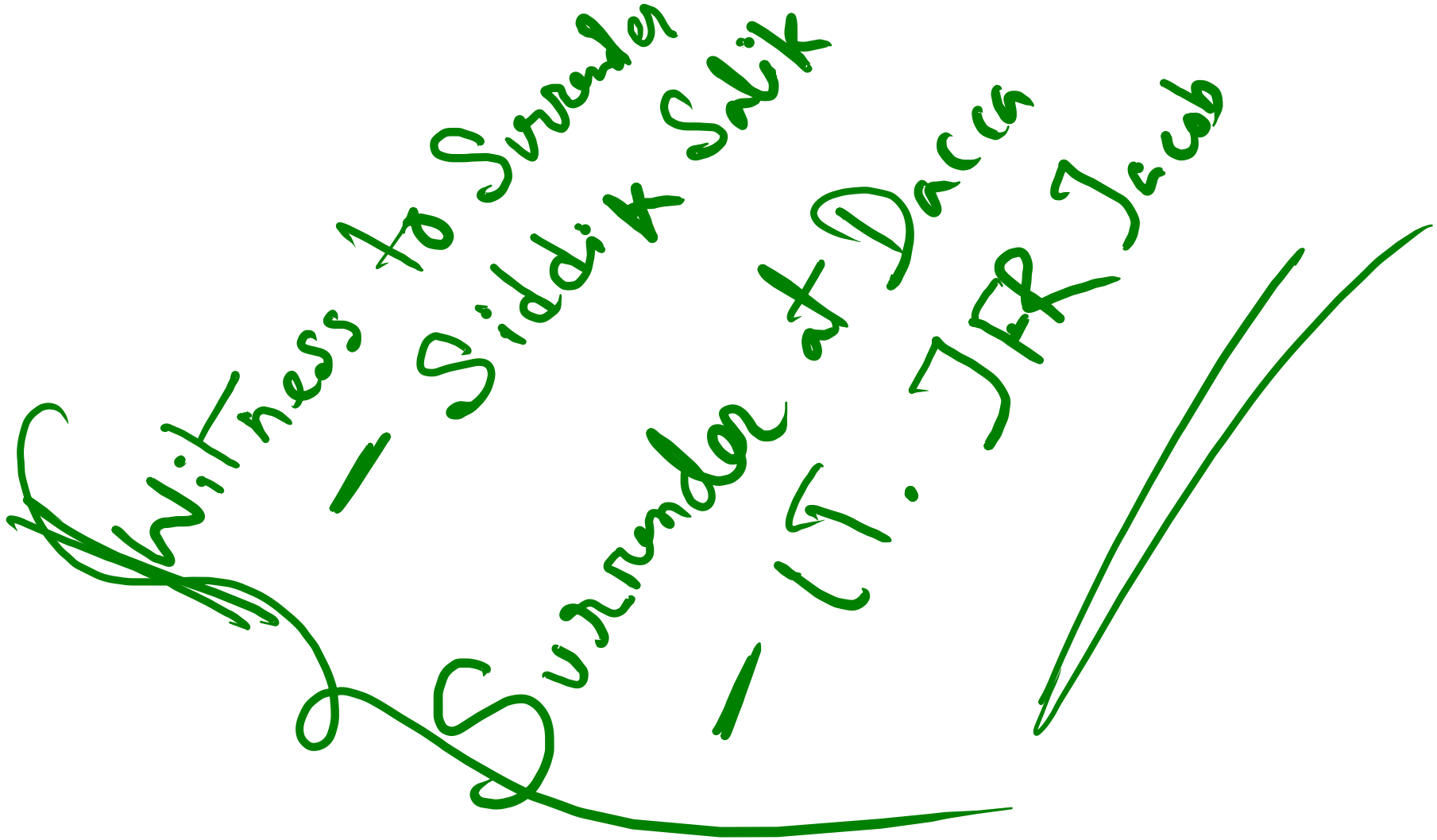
Witness to Surrender
– Siddik Salik
Surrender at Dacca
– (T. JR Jacob

স্বাধীনতার ঘোষণা

SIXTH SCHEDULE

[Article 150(2)]

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent, I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman 26 March 1971"

স্বাধীনতার ঘোষণা

- **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতের প্রথম প্রহরে, গ্রেফতার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক' সুপ্রিম কোর্ট এই রায় প্রদান করেন ২১ জুন, ২০০৯।
- সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান আওয়ামী লীগ নেতা **এম. এ, হান্নান** চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বেতারকেন্দ্র হতে। এম. এ. হান্নান দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন **স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র** হতে (২৬ মার্চ, ১৯৭১)।
- ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনাতার ঘোষণা দেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(০১) ভারতের প্রতিশ্রুতি: ২ এপ্রিল ১৯৭১, বিএসএফ প্রধান **রুস্তমজী, তাজউদ্দিন ও ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামকে** সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্গো বিমানে করে দিল্লীতে নিয়ে যায়। ৩ এপ্রিল ১৯৭১ রাত দশটায় দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে **ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন আহমেদের বৈঠক** অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিব সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরে তাজউদ্দিন বলেন, 'তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন নিরাপদ স্থানে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করার।' ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পুনরায় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন আহমদের বৈঠক হয়। এই আলোচনায় ভারত বাংলাদেশের প্রস্তাব মোতাবেক নিম্নলিখিত **প্রতিশ্রুতি প্রদান** করে-

- ✓ **ভারতে বাংলাদেশের সরকারকে অবস্থানের অনুমতি।**
- ✓ সরকার পরিচালনায় সহায়তা।
- ✓ **মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ।**
- ✓ শরণার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা
- ✓ **আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করা।**
- ✓ রেডিও স্টেশন স্থাপনের অনুমতি
- ✓ **বিমান দেয়া**

"বাঙালির স্বধীনতার আন্দোলন
শুধু ৫৬ হাজার বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ ছিল না
তা ছড়িয়ে পরেছিল সারা বিশ্বের বাঙালিদের মধ্যে"
- সুভাষসিংহ রায়
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

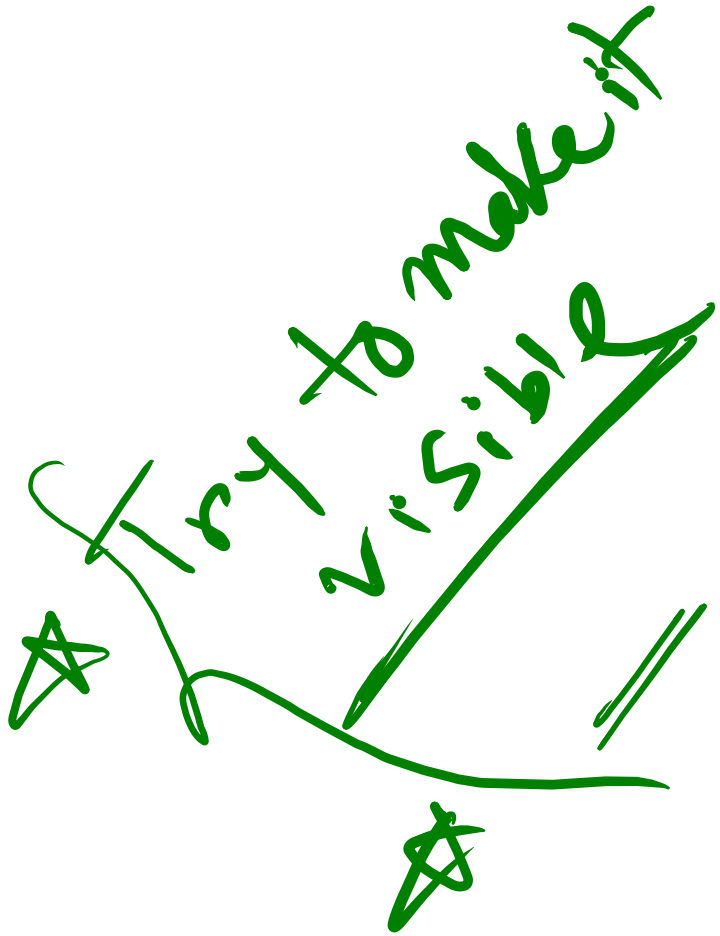
Try to make it visible

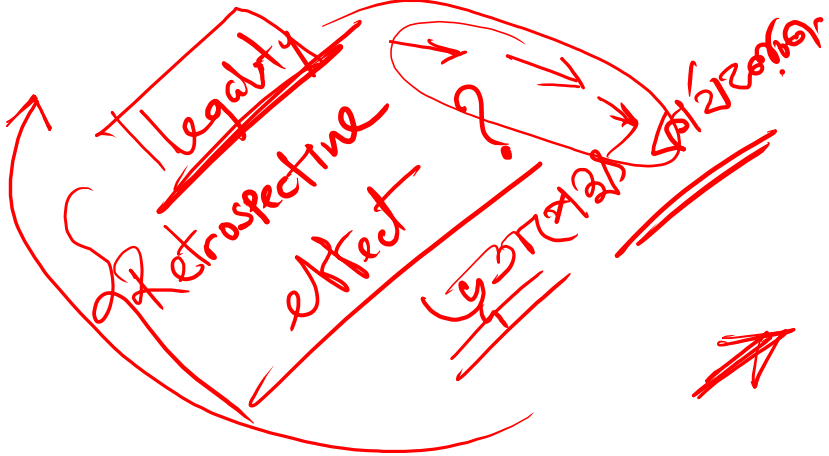
Legality
Retrospective
effect

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(২) সরকার গঠন

- মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে **'প্রবাসী সরকার'** (Government-in-Exile) গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় **"বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ"**। "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ" অনুযায়ী সেদিনই ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় স্বাধীন "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" গঠন করা হয়।

- সরকার গঠনের পূর্বেই ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণা সনদ তাজউদ্দিন আহমেদ অনুমোদন করেন।

- বাংলাদেশের এই সরকার ছিল **ছয় সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রপতি শাসিত**। এদেরকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের কারণ হল মার্চ ১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু এই নেতাদেরকে নিয়ে হাইকমান্ড গঠন করে।

- সরকার গঠনের পর শিলিগুড়ির একটি জঙ্গল থেকে তাজউদ্দিন আহমেদ একটি **বেতারের মাধ্যমে সরকার গঠনের ঘোষণা দেন**।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

➲ মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা-

শেখ মুজিবুর রহমান	**রাষ্ট্রপতি**
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দিন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, তথ্য সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য-শ্রম ও সমাজ কল্যাণ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রণালয়
আবুল হাসনাত মোঃ কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী	সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)
কর্নেল এ. রব	চীফ অব স্টাফ

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

➤ কাজ

- ✓ মুক্তাঞ্চলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও ট্রেনিং
- ✓ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা
- ✓ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার
- ✓ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিরোধ
- ✓ বহির্বিশ্বে প্রচার

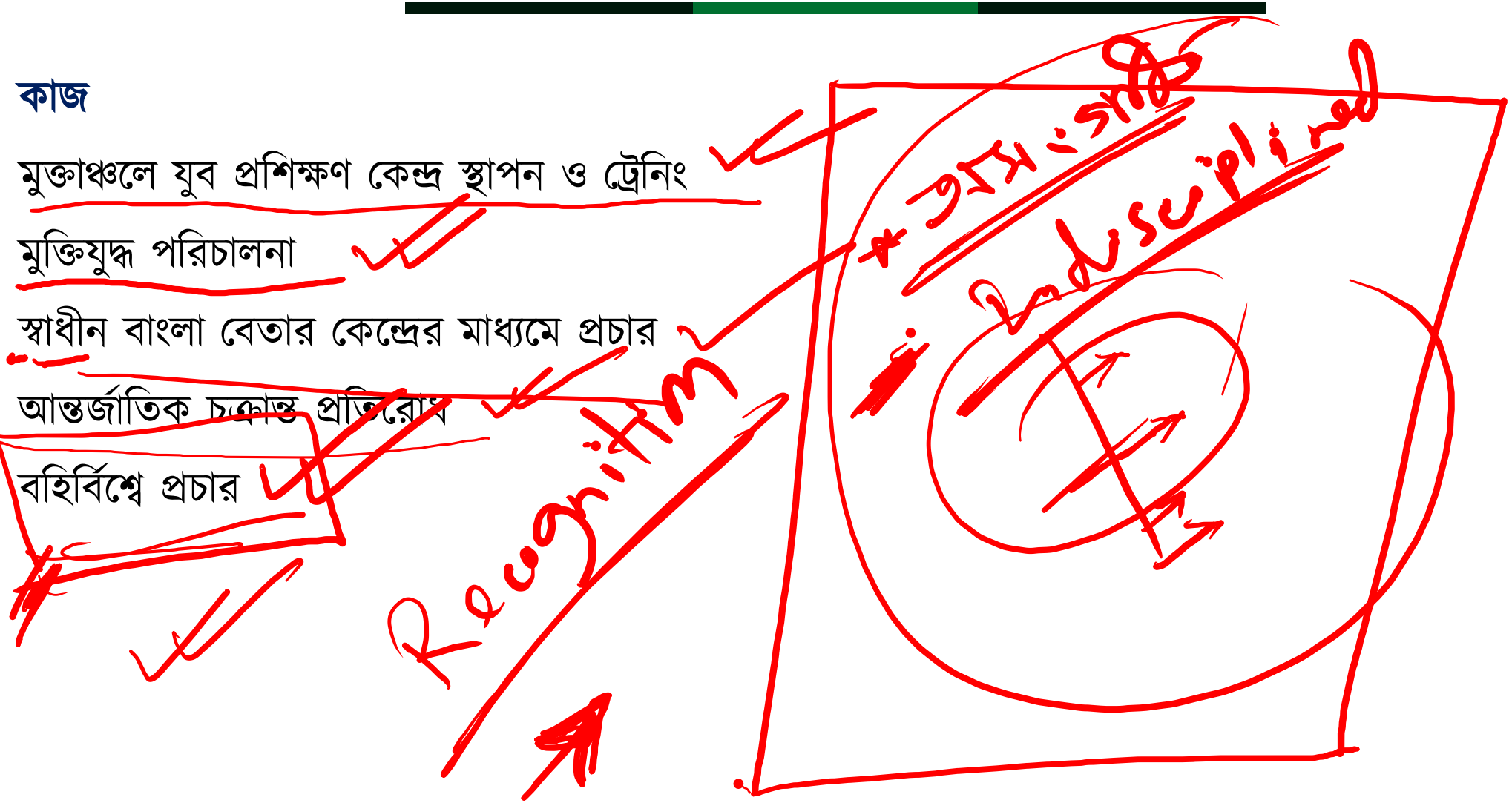

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(৩) শপথ গ্রহণ

- **১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামে** বহু দেশি- বিদেশি সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে সরকারের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন।
- এর পূর্বে শপথের জন্য চুয়াডাঙ্গাকে ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান বিমানবাহিনী চুয়াডাঙ্গায় ব্যাপক বোমা বর্ষণ করায় শপথের স্থান পরিবর্তন করে ভবের পাড়ায় আনা হয়।
- **ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম** ভবের পাড়া গ্রামে শপথের প্রস্তাব করেন। এর কৌশলগত অবস্থান ছিল তিনদিকে ভারত এবং একদিকে বাংলাদেশ। ভারতের অংশে বিএসএফ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে মোতায়ন ছিল যাতে করে পাকিস্তানের বিমান গেলে তাঁকে ভূ-পাতিত করতে পারে।
- **তাজউদ্দিন আহমেদ** ভবের পাড়া গ্রামের নাম **মুজিবনগর নামকরণ** করেন। সরকারের নাম হয়ে যায় **'মুজিবনগর সরকার'** এবং রাজধানীর নাম হয় মুজিবনগর। এই সরকার বাংলাদেশের প্রশাসন পরিচালনা, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে।

✪ **উল্লেখ্য যে,** ১৯৭১ সালে **ভারতের আকাশ সীমা পাকিস্তানের জন্য নিষিদ্ধ ছিল;** কারণঃ ২৮ জানুয়ারি ১৯৭১, স্বাধীনতাকামী ২ জন কাশ্মীরি যুবক ভারতের গঙ্গা নামের বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যায়। ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ এখানেই বিমানটিকে ধ্বংস করা হয়। এর প্রতিবাদে আকাশ সীমা নিষিদ্ধ করে ভারত।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

- **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ** করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা **অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী**। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন আব্দুল মান্নান।
- অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে রাষ্ট্রপতির শপথের জন্য হুইপ নিযুক্ত করা হয়। **গার্ড অব অনার** প্রদানকারী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন **মাহবুব উদ্দিন আহমেদ**।
- অধ্যাপক ইউসুফ আলী উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনা করেন। অত:পর উপ-রাষ্ট্রপতি চারজন মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির শপথ পরিচালনা করেন।
- শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে **নিরাপত্তার দায়িত্ব** পালন করেন **মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এ.আর. আজম চৌধুরী, মুস্তাফিজুর রহমান ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।**
- এছাড়াও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন **ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম**, আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. আসাবুল হক, **নূরুল কাদের খান** (CSP) ও তৌফিক ইলাহী চৌধুরী (CSP)।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(৪) **প্রশাসন পরিচালনা:** সরকার পরিচালনার জন্য **১২টি মন্ত্রণালয়** গঠন করা হয়। CSP এবং EPCS কর্মকর্তাদের নিয়ে, প্রশাসন গঠন করা হয়। এরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক. মন্ত্রিপরিষদ সচিব	: **এইচ. টি. ইমাম**
খ. সংস্থাপন সচিব	: নুরুল কাদের খান
গ. অর্থসচিব	: **খন্দকার আসাদুজ্জামান**
ঘ. প্রতিরক্ষা সচিব	: এস.এ সামাদ
ঙ. পররাষ্ট্র সচিব	: মাহাবুব আলম চাষী
চ. আইন সচিব	: **এম.এ. হান্নান**
ছ. স্বরাষ্ট্র সচিব	: এম.এ. খালেক (আই.জি.পি)
জ. তথ্য সচিব	: আনোয়ারুল হক খান
ঝ. কৃষি সচিব	: নুরুদ্দিন
ঞ. স্বাস্থ্য সচিব	: **ডা. টি. হোসেন**

8.30 PM

Important Discussion resumes it

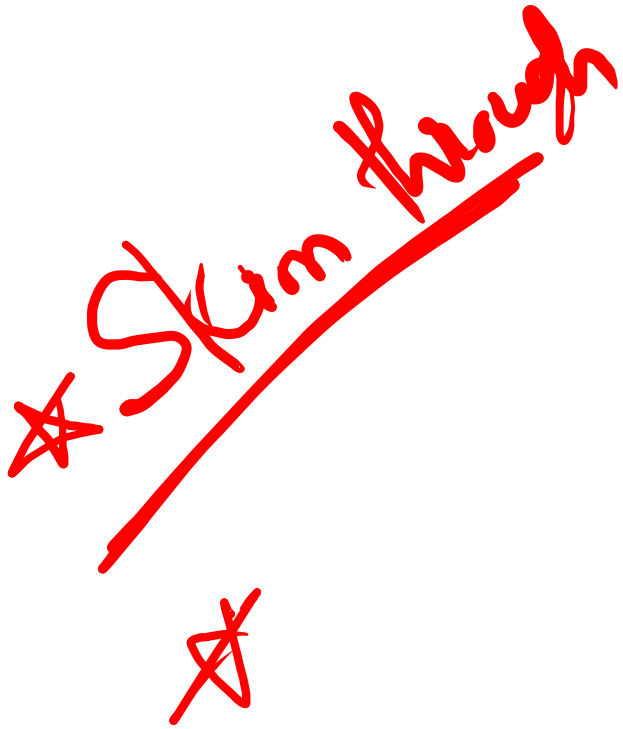
Skin thing

Selecting the isog

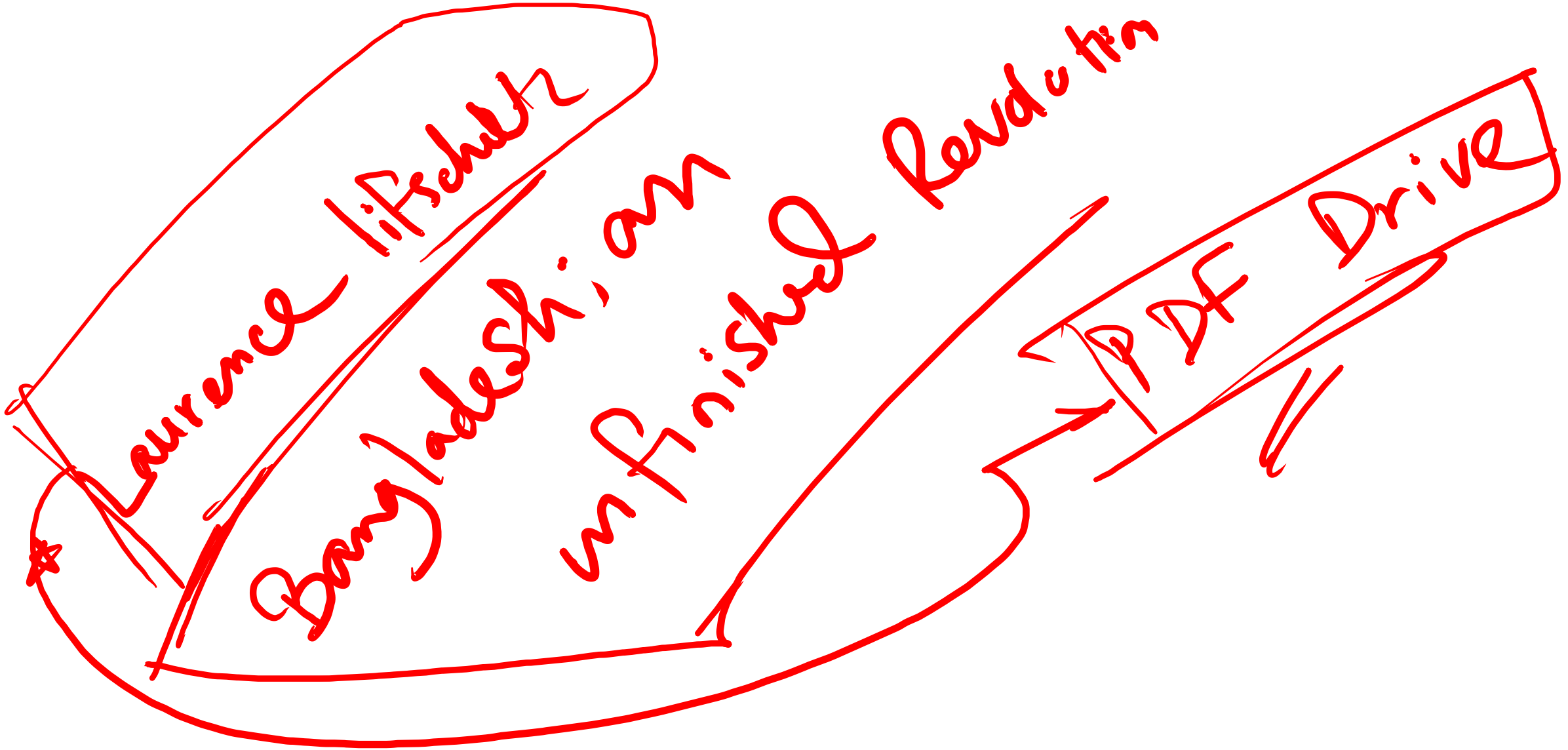
Laurence Lifschultz
Bangladesh: an unfinished Revolution
PDF Drive

* Colonel Taher

* Killing of Bengab andbre

* Background of War of liberation 1971

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(৫) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

- মুজিবনগর সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা। সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ **১১ এপ্রিল ১৯৭১ বাহিনীর নামকরণ** করেন **মুক্তিবাহিনী** এবং **ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি** হিসেবে নিয়োগ দেন।
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য **রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে সর্বাধিনায়ক** করে কমান্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার **৩টি ব্রিগেড** গঠন করে। এভাবে সরকার তার নিয়ন্ত্রণে রেখে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে।

(৬) পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা

- বাংলাদেশ সরকার ২১ এপ্রিল ১৯৭১ বিচারপতি **আবু সাঈদ চৌধুরীকে আন্তর্জাতিক দূত** নিয়োগ করে। লন্ডনে দূতাবাস খোলা হয়। আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে ভূমিকা রাখেন।
- সরকার গঠনের পূর্বে ৬ এপ্রিল ১৯৭১ **প্রথম কূটনৈতিক ফ্রন্ট** খোলা হয়। এই ফ্রন্ট খুলেছিলেন দিল্লীর পাকিস্তান হাই-কমিশনের কূটনৈতিক **কে.এম সিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক**।
- ১৮ এপ্রিল ১৯৭১, কলকাতা ডেপুটি হাইকমিশনের হোসেন আলী **বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন** করেন। জুন, ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে একটি **প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে** পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু **মোস্তাকের ষড়যন্ত্র** ধরা পড়লে তাকে বাদ দিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রধান করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও কার্যাবলি

(৭) সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

➲ মুক্তিযুদ্ধকে সার্বজনীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে **৫টি রাজনৈতিক দলের** নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের **প্রধান** করা হয় **মওলানা ভাসানীকে**।

➲ সদস্য ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির **মনি সিং,** ন্যাপ প্রধান **মুজাফফর আহমেদ**। এছাড়া মনোরঞ্জনধর সহ মোট ৯ সদস্য নিয়ে এটি গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুজিবনগর সরকারের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। মুজিবনগর সরকার বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করে। এই বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় যে, সারা মুক্তিযুদ্ধ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। **মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর নামে পরিচালিত হয়**।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত 'মুজিবনগর সরকার'-এর পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অবদান বিশ্লেষণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারকে কি প্রবাসী সরকার বলা যায়? [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনের পেছনে নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের প্রভাব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
  - ✓ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
  - ✓ ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
- কোন সংস্থা কর্তৃক ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পায়? কখন ও কেন? [৪১তম বিসিএস]
- ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূল তাৎপর্য কী? [৩৫তম বিসিএস]
- ছয়-দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [১৩তম বিসিএস]

লেকচার-০৪

[illegible] / "[illegible]"

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ **তেলিয়াপাড়া চা বাগানে** ওসমানী ১৩ হাজার যোদ্ধা নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠন করেন। এসময় তিনি সারাদেশকে ৪টি সেক্টরে ভাগ করেন।
- ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, ৭টি সেক্টর এবং কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।
- **(১১-১৭) জুলাই** ৭ দিন ৮নং থিয়েটার রোডে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সারাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের **সাব-সেক্টর ছিল ৬৪টি**

সেক্টর ক্রম নং	এলাকা	সদর দপ্তর	সেক্টর কমান্ডার
সেক্টর - এক	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা	হরিণা	▪ মেজর জিয়াউর রহমান ও ▪ ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম
সেক্টর - দুই	নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ	মেলাঘর	▪ মেজর খালেদ মোশাররফ ▪ ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার
সেক্টর - তিন	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ ও কিশোরগঞ্জ	হেজামারা	▪ মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ▪ মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর ক্রম নং	এলাকা	সদর দপ্তর	সেক্টর কমান্ডার
সেক্টর - চার	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল ।	খোয়াই	▪ মেজর সি. আর. দত্ত
সেক্টর - পাঁচ	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা	শিলং	▪ মেজর মীর শওকত আলী
সেক্টর - ছয়	রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।	পাটগ্রাম (রংপুর)	▪ উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার
সেক্টর - সাত	দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা	তরঙ্গপুর	▪ মেজর নাজমুল হক ও ▪ মেজর কাজী নুরুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর ক্রম নং	এলাকা	সদর দপ্তর	সেক্টর কমান্ডার
সেক্টর - আট	কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা দৌলতপুর- সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা	কল্যাণী	▪ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ▪ মেজর এম. এ. মঞ্জুর
সেক্টর - নয়	দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	হাসনাবাদ	▪ মেজর এম. এ. জলিল
সেক্টর - দশ	দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ		▪ প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনী
সেক্টর - এগার	কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা	মহেন্দ্রগঞ্জ	▪ মেজর আবু তাহের ও ▪ স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ খান

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

❖ **নিয়মিত বাহিনী:** মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়কের নামের আদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর থেকে **তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন** করা হয়।

ব্রিগেড ফোর্স	গঠন	সদর দপ্তর	অধিনায়ক
জেড ফোর্স	মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই, ১৯৭১ গঠিত হয়। ১ম, ৩য়, ৮ম, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে	তেলটিলা	▪ লে.ক. জিয়াউর রহমান
কে- ফোর্স	৭ অক্টোবর কে-ফোর্স গঠিত হয়। ৪র্থ, ৯ম, ১০ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে	আগরতলা	▪ লে. ক. খালেদ মোশাররফ
এস ফোর্স	সেপ্টেম্বর মাসে এস ফোর্স গঠিত হয়। ২য়, ১১, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে	হাজামারা	▪ লে. ক. কে. এম. শফিউল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

❖ Gun-Boat Diplomacy

➲ **ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিঃ** ৯ আগস্ট, ১৯৭১, দুই দেশের মধ্যে ২৫ বছরের জন্য **মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি** হয়। এই চুক্তির কারণে চীন পাকিস্তানদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

➲ **১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা ভারতের হাতে ধরা পড়ে**। সেই বার্তায় ভারত জানতে পারে, USA ৭ম নৌ-বহর পাঠাচ্ছে। এর কমান্ডার ছিল এডমিরাল ডায়মন্ড গর্ডন। নৌ-বহরের কেন্দ্র ছিল **টংকিং উপসাগরে**। এই বহরের অগ্রভাগে ছিল ৭৫ হাজার টন পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিমানবাহী **জাহাজ USSR-এন্টারপ্রাইজ**। USA এর সহায়তায় **UK বিমানবাহী জাহাজ ঈগলের নেতৃত্বে** একটি নৌ-বহর পাঠায়।

➲ সোভিয়েত ভারত মৈত্রী চুক্তির কারণে **১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১** ভ্লাদিভস্তক নৌবহর থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসংবলিত ৮ম নৌবহর পাঠায়। এর কমান্ডার ছিলেন **ভ্লাদিমি ক্রুভলিয়াকভ**।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

- **লক্ষ্ণৌতে**- গোলন্দাজ প্রশিক্ষণের জন্য
- দেরাদুন, উত্তর প্রদেশ- **সিগনাল ট্রেনিং**
- আসাম ও নাগাল্যান্ড- **কমান্ডো ট্রেনিং**

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ৬ এপ্রিল **ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি তার বার্তা পাঠানো** হয়েছিল ওয়াশিংটনের মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। ঢাকায় কর্মরত মার্কিন কর্মকর্তারা ২৫ মার্চ রাতের কলঙ্কিত গণহত্যা এবং সে বিষয়ে **নিক্সন-কিসিঞ্জারের অন্ধ ইয়াহিয়া ঘেঁষা নীতির প্রতিবাদ** জানাতে এই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। এখানে স্বাক্ষর করেছিলেন মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেল **আর্চার কেন্ট ব্লাড** ও তার ২০ জন সহকর্মী। ব্লাড শুধু স্বাক্ষরই দেননি বাড়তি একটি নোট ও দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন-

"আমি বিশ্বাস করি পূর্ব পাকিস্তানে এখন যে সংগ্রাম চলছে তার সম্ভাব্য যৌক্তিক পরিণতি হল বাঙ্গালিদের বিজয় এবং এর পরিণতিতে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।"

১. ভূ-রাজনীতি

- ভূ-রাজনীতি হলো ভূ-গোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়। বাংলাদেশের অবস্থান হলো ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের একটি অংশ। দক্ষিণ এশিয়ার **পাকিস্তান হলো ভূ- রাজনৈতিকভাবে মার্কিন অনুসারী** এবং ভারত হলো সোভিয়েত অনুসারী।

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ভারত ৩১ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশকে সমর্থন করে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে। এই অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ায় **যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ অব্যাহত রাখতে হলে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করতে হয়।**

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

২. স্নায়ুযুদ্ধ

স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব শুধুমাত্র পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অথবা পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয় বরং এর প্রভাব সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রভাব যেভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হল, **পুঁজিবাদের প্রভাব পড়ে পাকিস্তানের প্রতি** এবং **সমাজতন্ত্রের প্রভাব পড়ে ভারতের প্রতি**। এই অবস্থায় **ভারত বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যাবে এটাই স্বাভাবিক।**

৩. শরণার্থীদের সহায়তা

শরণার্থীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে **শীর্ষদাতা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১ কোটি মানুষ শরাণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ শরণার্থীদের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সময়ে **USA বিমান বাহিনীর ৪টি কার্গো বিমান** দিয়ে সহায়তা করে। জুন ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর ৪টি পরিবহন বিমান ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী স্থানান্তর শুরু করে।

৪. ত্রাণ কাজে সহায়তা

যুক্তরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাঙালি শরণার্থীদের ত্রাণ কাজে সহায়তা করে। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সিনেটর কেনেডি ত্রাণ কাজের জন্য **৪০০ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ** করে বিল উত্থাপন করেন। **প্রেসিডেন্ট নিক্সন ২৫০ মিলিয়ন ডলার** বরাদ্দ করেন। মার্কিন সরকার শরণার্থীদের সাহায্য দেয়-৮ কোটি ৯১ লাখ ৫৭ হাজার ডলার।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

৫. নৌ-কূটনীতি

➲ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ **পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ** করলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পাকিস্তানের পতন অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে।

➲ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পতন ঠেকাতে নৌ-কূটনীতির আশ্রয় নেয়। **টংকিং উপসাগরে** অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী **৭ম নৌ-বহর "USS Enterprise(CVN- 65)"**-কে ভারত মহাসাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পাঠায়।

➲ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ **যুক্তরাষ্ট্রের** একটি **বার্তা ভারতের হাতে পড়ে** যার মাধ্যমে ভারত ৭ম নৌ বহরের আগমনি বার্তা পায়। এই ৭ম নৌবহরের অগ্রভাগে ছিল ৭৫০০০ হাজার টন পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন যুদ্ধাস্ত্র। এর নাম ছিল **USS Enterprise**। এই যুদ্ধ জাহাজে **৭০টিরও** বেশি যুদ্ধ বিমান বহন করা যায়।

➲ উদ্দেশ্য ছিল ভারত এবং বাংলাদেশের উপকূলে নোঙ্গর করে **ভারতকে চাপে ফেলে যুদ্ধ বিরতিতে যাওয়া**। কিন্তু তা সফল হয় নি।

➲ যুক্তরাষ্ট্র যখন ৭ম নৌবহর পাঠায় এরই আলোকে ভারত সোভিয়েতকে অবহিত করলে **সোভিয়েত ভ্লাদিভস্তক নৌবন্দর থেকে ৮ম নৌবহর পাঠায়**। এই বহরের প্রথমেই ছিল পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত দুটি সাবমেরিন। কমান্ডার ছিলেন এডমিরাল ক্রুভ লিয়াকভ।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

৩. যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ

➲ পাকিস্তানের পতন প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র আরও একটি যে উদ্যোগ নেয় তা হলো যুদ্ধ বিরতিতে যাওয়া। এই লক্ষ্যে ৪ **ডিসেম্বর ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্র চীন** সহ কয়েকটি অস্থায়ী সদস্য **নিরাপত্তা পরিষদের** সভাপতিকে আলোচনার জন্য **অধিবেশনের আহ্বান** জানায়।

➲ এই অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি **জর্জ ডব্লিউ বুশ যুদ্ধ বিরতির** প্রস্তাব উত্থাপন করে। ৫ ডিসেম্বর এই প্রস্তাবের উপর ভোট হয়।

➲ **ভোটে যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ ১১টি সদস্য পক্ষে ভোট দেয়। সোভিয়েত, পোল্যান্ড বিপক্ষে ভোট দেয়।** আর ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে।

➲ **৬ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে** ৮টি অস্থায়ী সদস্য আবারো যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং ভোট হয়। ভোটের ফলাফল একই দাঁড়ায়। **সোভিয়েতের ভোটের কারণে যুদ্ধ বিরতি বাস্তবায়ন হয়নি।**

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে থাকলেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিলম্ব করেনি। **৪ এপ্রিল ১৯৭২ আমেরিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।** এর অন্যতম কারণ হলো **বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতিতে মধ্যপন্থা** অবলম্বনের ঘোষণা। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সরল রেখায় চলেনি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে পাবলিক **ল-৪৮০ এর আওতায় গম সাহায্য** দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে **নিউইয়র্কে আয়োজিত** সঙ্গীতানুষ্ঠানের নাম ‘The concert for Bangladesh’।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে **সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে** প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেও শেষ দিকে সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় নয়, এমনকি যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে প্রভুত সহায়তা করে।

(১) বার্তা প্রেরণ

- ২৫ মার্চ, ১৯৭১ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজারের মত বাঙ্গালি হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম প্রতিবাদ করে।
- ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সোভিয়েত **প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি** পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট একটি **বার্তা প্রেরণ** করেন। এই বার্তায় তিনি নরহত্যার জন্য প্রতিবাদ জানান এবং **বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার উদ্বেগ প্রকাশ** করেন। এই বার্তায় নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিপুল বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়।

(২) ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি

- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের হলেও এর সাথে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তি জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের শুরুতেই ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন করে।
- **চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ** নিয়ে নেয়। এমনই এক অবস্থায় চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।
- তাই ৯ আগস্ট, ১৯৭১ **ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি** সাক্ষরিত হয় এই চুক্তিতে বলা হয় সাক্ষরকারী দুই দেশের মধ্যে যে কেউ ৩য় কোন দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করা হবে।
- এই মৈত্রী চুক্তির কারণে চীন অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে থাকে। কারণ **চীন যদি ভারতের উত্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটায় তাহলে সোভিয়েত চীনের উত্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে**

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

(৩) বঙ্গবন্ধুর বিচার

- ১১ আগস্ট, ১৯৭১ পাকিস্তানের **লায়ালপুর কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার** শুরু হয়।
- বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে **১২টি অভিযোগ** দায়ের করা হয়। এর মধ্যে **৬টি অভিযোগের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড**।
- এই বিচার চলা অবস্থায় ৬ সেপ্টেম্বর মস্কোতে **পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের সাথে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোরের বৈঠক হয়।**
- এই বৈঠকে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দেন, নেতা হিসেবে আমাদের কাছে শেখ মুজিবের গুরুত্ব রয়েছে। বিচারের নামে **শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।**

(৪) ৮ম নৌ-বহর প্রেরণ

- ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারত আমেরিকার একটি বার্তায় জানতে পারে যে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌ-বহর আসছে।
- মৈত্রী চুক্তির আলোকে ভারত সোভিয়েতের নিকট সহায়তা চায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার **ভ্লাদিভস্তক নৌ ঘাঁটি থেকে বিশাল নৌ-বহর পাঠায়।**
- এই নৌ-বহরের অগ্রভাগে ছিল পারমাণবিক অস্ত্র সম্বলিত দুটি সাবমেরিন। এই নৌ-বহরের কমান্ডার ছিলেন **ভ্লাদিমির ক্রুভ লিয়াকভ**। এই যুদ্ধ জাহাজের আগমন জানতে পেরে ৭ম নৌ-বহর পিছিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

(৫) ভেটো প্রয়োগ

- পাকিস্তানের পতন অনিবার্য হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট হয় তার পতন ঠেকাতে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার প্রয়োজন ছিল যুদ্ধ বিরতি করানো।
- এই লক্ষ্যে **৪ ডিসেম্বর ১৯৭১** যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি অস্থায়ী সদস্য আলোচনার জন্য **নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন** ডাকার আহ্বান জানায়।
- ৪ তারিখেই বিকেল ৪টায় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের **প্রতিনিধি জর্জ ডব্লিউ বুশ যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন**।
- ৫ ডিসেম্বর **যুদ্ধবিরতির** বিষয়ে **ভোট** হয়। আমেরিকা ও চীনসহ ১১টি সদস্য পক্ষে ভোট দিলেও **সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ** করে।
- ৬ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৭তম বৈঠক বসলে **আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে ৮টি অস্থায়ী সদস্য** আবারো যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে। এবারও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে। এভাবে ভেটো প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ বিরতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনে ভূমিকা রাখে।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের **বন্ধুর ভূমিকা পালন করে যুক্তরাজ্য**। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালোভাবে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা দেয়।

- একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রম সম্পর্কে **বহির্বিশ্বে প্রচারের কেন্দ্র ছিল লন্ডন**। বিচারপতি **আবু সাইদ চৌধুরীর** নেতৃত্বে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- Steering Committee. প্রবাসী বাঙালিদের বড় একটি অংশ যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে।

- লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বাঙালিদের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের সমাবেশ হয় ১ আগস্ট, ১৯৭১। ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনার পর ব্রিটেন সরকার, গণমাধ্যম ও সে দেশের জনগণ চুপচাপ ছিল না।

- গণহত্যার কয়েক দিনের মধ্যেই হাউস অব কমন্স সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। ২৯ মার্চ হাউস অব কমন্স সভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ-বিষয়ক সচিব **স্যার অ্যালেস ডগলাস হিউম** তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোয় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানকে তাদের **সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানান।**

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

- ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ **হাউস অব কমন্স** সভার আলোচনায় ডগলাস হিউম ও অন্য সদস্যরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন। হাউস অব কমন্স সভার সদস্যরা পাকিস্তান সরকারকে উদ্ভূত **পরিস্থিতি মীমাংসায় রাজনৈতিক সমঝোতাকে বেছে নিতে অনুরোধ করেন**।

- তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ও মানবেতর অবস্থার সংবাদ পেয়ে **ব্রিটিশ কিছু এমপি** নিজেদের উদ্যোগে পশ্চিম বাংলায় শরণার্থী শিবির ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে **বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকা পরিদর্শন** করেছিলেন।

- বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মী ও সমব্যথী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন **রাসেল জন স্টোনহাউস**। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন।

- হাউস অব কমন্স সভায় তিনি বলেন, **‘আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবেই। স্বাধীনতা লাভ করতে তাদের অনেক মাস লাগতে পারে অথবা কয়েক বছর লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা অসম্ভব মনে হয় যে এক হাজার মাইল দূরের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের একটি দেশে পাকিস্তান শাসন ধরে রাখতে পারবে, বিশেষ করে সেখানকার মানুষ যখন তা চাইছে না।’** এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও স্টোনহাউস বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা
যুদ্ধ: [illegible]

[illegible]

২.৮০

স্বত্ব বিক্রি

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

- শরণার্থীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে **দ্বিতীয় দাতা দেশ ছিল ব্রিটেন**। ব্রিটিশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে দুর্গত বাঙালিদের ত্রাণ দিয়ে সহায়তা করেছিল।
- ১৯৭১ সালের ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তার পরিমাণ ছিল **এক কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড**। এ ছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও ব্রিটিশ সরকার দুই মিলিয়ন পাউন্ড অর্থের ত্রাণ সহযোগিতা পাঠিয়েছিল।
- জাতিসংঘের **মহাসচিব উ থান্ট** শরণার্থীদের জন্য বিশ্ববাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রিটেন শরণার্থীদের জন্য **৩ কোটি ৮১ হাজার ১৩২ ডলার** সাহায্য দেয়।
- ব্রিটিশ সরকার ছাড়াও বেসরকারিভাবে **ব্রিটিশ জনগণ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিল।
- বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধে লর্ড সভার সদস্য **লর্ড ব্রেনার** জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে **ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ভূমিকাও** বেশ জোরালো ছিল। ব্রিটেনের **ডেইলি টেলিগ্রাফ**, গার্ডিয়ান, নিউ স্টেটসম্যান, টাইমস, ইকোনমিস্ট, সানডে টাইমস, **অবজারভার, বিবিসিসহ** বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন ও বাঙালিদের দুর্দশা **বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে**।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

- পৃথিবীব্যাপী আধিপত্যের লড়াইয়ে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ যখন স্পষ্ট তখন রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবসস্থানের নীতি ঘোষণা করলে একে কেন্দ্র করে **সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি** হয়।

- পরবর্তীতে রাশিয়ার প্রভাব ঠেকানোর জন্য চীনও একই পথে পা বাড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে **চীন টেবিল টেনিস কূটনীতির** মাধ্যমে একটি সম্পর্ক গড়ে নেয়।

- বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এছাড়া, জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভে **চীন ভেটো** দেয়। এভাবে **চীনের বিরোধীতা বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরও দু'তিন বছর অব্যাহত ছিল।**

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ নীরব ভূমিকা পালন করেনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের **ভূমিকা দুটি পর্যায়ে** প্রতিফলিত হয়।

- **প্রথমত:** শরণার্থীদের ভরণ পোষণ ও ত্রাণ কার্যক্রম
- **দ্বিতীয়ত:** **যুদ্ধ বিরতির** জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ।

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ নানা ধরনের ভূমিকা পালন করলেও নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছে অথবা যতটুকু নিয়েছে তা সফল হয়েছে বলা যাবে না।

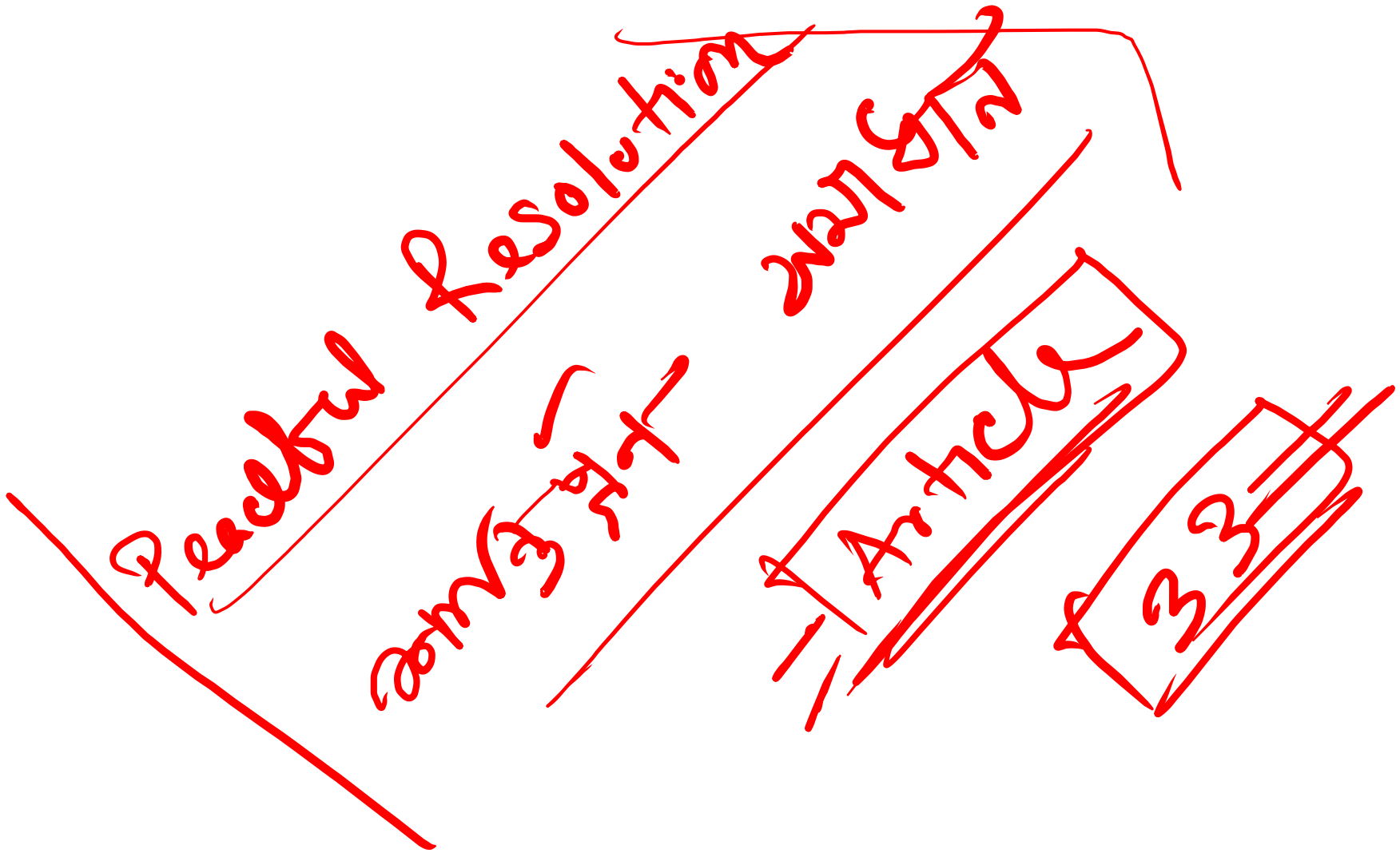

Peaceful Resolution

शान्तिपूर्ण समाधान

Article 33

শরণার্থীদের ভরণ পোষণ ও ত্রাণ কার্যক্রম

❖ মহাসচিবের বার্তা

- ১২ মে, ১৯৭১ জাতিসংঘের **মহাসচিব উ থান্ট** পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট একটি **বার্তা প্রেরণ করেন।**
- সেখানে মহাসচিব বলেন যে- ২৫ মার্চ, ১৯৭১ ক্র্যাকডাউনের পর ঢাকা থেকে জাতিসংঘের যেসব কমকর্তা ফেরত এসেছেন তাদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সূত্রে তিনি **নেতিবাচক পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছেন।**
- তিনি ইয়াহিয়া খানকে জানান যে পাকিস্তানের সম্মতি পেলে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো ভূমিকা রাখতে পারে।

❖ আর্থিক সহায়তা

- ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ জাতিসংঘে **ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন** শরণার্থীদের জন্য সহায়তা কামনা করেন।
- এই প্রেক্ষাপটে ১৯ মে ১৯৭১ জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট বিভিন্ন দেশের সরকার ও বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের প্রতি বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
- এই আহ্বানে সারা দিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে **জাতিসংঘ জুন ১৯৭১ পর্যন্ত ২৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার** সাহায্য পায়।
- জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে **কানাডা** শরণার্থীদের জন্য **২ কোটি ২ লাখ ৬০ হাজার ৩০৭ ডলার** সাহায্য দেয়।

শরণার্থীদের ভরণ পোষণ ও ত্রাণ কার্যক্রম

❖ UNEPRO গঠন

- যুদ্ধের শুরুতেই ভারত সরকার জাতিসংঘে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের আবেদন জানায়।
- জুলাই মাসের শুরুতে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার **UNHCR এর প্রধান** ইরানি নাগরিক **প্রিন্স সদরুদ্দিন ও আগা খান ঢাকা সফর** করেন।
- ঢাকা থেকে দিল্লী গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেখানে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলায় যতক্ষণ ভয়ের কারণ সমূহ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ শরণার্থীরা ভারত থেকে ফেরত যাবেনা।
- **২৮ জুলাই, ১৯৭১** জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধিগণ ঢাকায় আসেন। এই প্রেক্ষাপটে ২ আগষ্ট ১৯৭১ United Nations East Pakistan Relief Operation বা **UNEPRO গঠন** করা হয়।
- জাতিসংঘ তার উদ্যোগে শরণার্থীদের সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। বলা হয় এই মিশন **মানবিক বিপর্যয় রোধে কাজ** করবে, শান্তিরক্ষী হিসেবে কাজ করবে না।
- ২৩ আগষ্ট, ১৯৭১ ফ্রান্সের পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তা **পল মার্ক হেনরিকে UNEPRO এর প্রধান** করা হয়। তিনি ৩ নভেম্বর, ১৯৭১ ঢাকায় এসে ত্রাণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।
- জাতিসংঘ UNEPRO গঠন করলেও তারা ত্রাণ তৎপরতা খুব একটা চালাতে পারেনি। বাংলাদেশের দুর্গতদের নিকট ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই পাকিস্তানি বাহিনী তা কেড়ে নিত।

যুদ্ধ বিরতির জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ

নিরাপত্তা পরিষদে ভোট

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ কয়েকটি অস্থায়ী সদস্য এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বানের জন্য পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন করেন। এই প্রেক্ষাপটে **৪ ডিসেম্বর ১৯৭১** নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬তম বৈঠক বসে। এই বৈঠকে **যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে**। বৈঠকের শুরুতে সোভিয়েতের প্রতিনিধি **ইয়াকভ মালিক দুটি প্রস্তাব** উত্থাপন করেন।

(ক) বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে **বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর** একটি পত্র নিরাপত্তা পরিষদে ডকুমেন্ট হিসেবে বিলি করা হোক।

(খ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি **বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পরিষদে বক্তব্য রাখার সুযোগ** দেওয়া হোক।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি **আগা শাহী** এর প্রতিবাদ করে বলেন, **আবু সাঈদ চৌধুরীকে বক্তব্য** দেওয়ার অর্থই হলো **বাংলাদেশকে মেনে নেওয়া**। ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন পক্ষে কথা বলেন। তবে আবু সাঈদ চৌধুরীর বিবৃতি ডকুমেন্ট হিসেবে বিলি করা হলেও বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি। **রাত ১১টা পর্যন্ত** আলোচনার পর বৈঠক মুলতবি করা হয়।

যুদ্ধ বিরতির জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ

❖ নিরাপত্তা পরিষদে ভোট

৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুলতবি বৈঠক শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের উপর **আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে** নিরাপত্তা পরিষদের **ভোট** হয়। **ফলাফল দাড়ায়—**

- **পক্ষে:** আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, চীন, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিয়ন, সোমালিয়া, সিরিয়া, U.S.A।
- **বিপক্ষে:** **সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড**।
- **ভোটদানে বিরত:** যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স।

❖ দ্বিতীয়বার ভোট

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পরিষদের ১৬০৭তম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের বিশেষত্ব হলো নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় এমন দুটো দেশ আফ্রিকা থেকে তিউনিশিয়া এবং এশিয়া থেকে সৌদি আরবকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে **আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের ৮টি সদস্যের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের উপর ভোট হয়**। **ফলাফল আগের মতোই দাঁড়ায়।**

- **পক্ষে** : U.S.A চীন সহ ১১টি দেশ
- **বিপক্ষে:** **সোভিয়েত, পোল্যান্ড**
- **ভোটদানে বিরত:** ব্রিটেন, ফ্রান্স।

Elizabeth I

A good face is the first letter of recommendation.

মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা

❖ অস্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা

- সৌদি আরব
- ইরান
- জর্ডান
- তুরস্ক
- লিবিয়া

❖ নৈতিক ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা

- কুয়েত
- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- মরক্কো

❖ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনকারী

- ইন্দোনেশিয়া
- মালয়েশিয়া
- মিশর
- আলজেরিয়া
- আফগানিস্তান
- ইরাক

❖ মৌন ভূমিকা

- সোমালিয়া
- লেবানন
- তিউনিসিয়া
- নাইজেরিয়া
- সেনেগাল
- মালি

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদান

❖ **মাদার মারিও ভেরনজি:** ইতালির নাগরিক। **মুক্তিযুদ্ধকালীন** ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে **বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন**।

❖ **জর্জ হ্যারিসন:** মার্কিন নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য **Concert for Bangladesh** -এর প্রধান আয়োজক এবং শিল্পী।

❖ **রবি শংকর:** জন্ম নড়াইল (বাংলাদেশ), নাগরিকত্ব ভারতের। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh-এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক। **বিখ্যাত সেতার বাদক**।

❖ **ইয়েভগনি ইয়েভ তুসোস্কর: রাশিয়ার কবি**। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদান

❖ **এলেন গিন্সবার্গ:** মার্কিন কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা অন্যতম কবিতা **September on Jessore Road.**

❖ **আর্দ্রে মায়ারা:** ফরাসি সাহিত্যিক। বাংলাদেশের মহান **মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ** প্রকাশ করেন।

❖ **জগজিৎ সিং অরোরা:** ভারতের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত- বাংলাদেশ **যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ** ছিলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

❖ **হোয়াইল হেমার ওয়াডার ল্যান্ড:** **জন্ম**- নেদারল্যান্ড; **নাগরিকত্ব**- নিউজিল্যান্ড। মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় **খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি বীর প্রতীক**। ডব্লিউ এ এস ওয়াডারল্যান্ড বিদেশি হয়েও বাংলাদেশের **মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ** করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাংবাদিকদের অবদান

❖ **স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি:** বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি। তিনি ব্রিটিশ টিভি চ্যানেলে **বিবিসির সাংবাদিক** ছিলেন।

❖ **সাইমন ড্রিং:** ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। **পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে তিনি প্রকাশ করেন।**

❖ **লিয়ার লেভিন:** তিনি ছিলেন ফুটেজ সংগ্রহকারী। তিনি মোট **১৭ ঘণ্টার ফুটেজ ধারণ** করেছিলেন। তারেক মাসুদের **'মুক্তির গান'** ছবিটি ধারণকৃত ফুটেজের অংশ।

❖ মুক্তিযুদ্ধের সময় বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন **কিশোর পারেখ ও রঘু রায়**।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

➲ **১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বৃহস্পতিবার শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে** (বাংলাদেশ সময়) পাক-বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করে।

➲ **আত্মসমর্পণের সময় পাকিস্তানের নেতৃত্বে ছিলেন:**

রাষ্ট্রপতি	আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
প্রধানমন্ত্রী	নুরুল আমিন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	সুলতান হোসেন খান
পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার	আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর	ডা. এস.এ. মালিক

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

➲ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন-

- **যৌথবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা**, পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং প্রধান
- **পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী**, সামরিক আইন প্রশাসক জোন- বি এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান)।

➲ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন **আব্দুল করিম খন্দকার** (বিমান বাহিনীর প্রধান)।

➲ গণবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন - **বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দীকী**।

➲ **যৌথবাহিনীর প্রধান ছিলেন** - জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

➲ জেনারেল নিয়াজী আত্মসম্পর্ণ করেন - **প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য** সামন্ত নিয়ে।

➲ প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- **যশোর, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এটি শত্রুমুক্ত হয়।**

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

❖ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য নিম্নোক্ত খেতাব প্রদান করা হয়-

বীরত্বসূচক উপাধিসমূহ	১. বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, ২. বীরউত্তম ৬৭ জন ৩. বীরবিক্রম ১৭৪ জন ৪. বীরপ্রতীক ৪২৪ জন
বিদেশি বন্ধুদের প্রদত্ত সম্মাননা	১. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা- ১ জন (ইন্দিরা গান্ধী) ২. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা- ১৫ জন ৩. বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা- ৩১১ জন ও ১১টি সংগঠন
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তা নারী	১. ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীক (২নং সেক্টর) ২. তারামন বিবি বীরপ্রতীক (১১নং সেক্টর)
খেতাবপ্রাপ্ত নাগরিক আদিবাসী	ইউকে চিং (বীরবিক্রম)
মুক্তিবেটি নামে পরিচিত	কাকন বিবি

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

- ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় - **আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩**। ১৯৭৩ সালের ১৯নং আইন।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- দুটি। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২৫ মার্চ, ২০১০। **দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২২ মার্চ, ২০১২।**
- চূড়ান্ত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০১৬) **মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে- ৬ জনের**। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া যুদ্ধাপরাধীরা হলেন-
  - আব্দুল কাদের মোল্লা
  - আলী আহসান মুজাহিদ
  - সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী
  - মোহাম্মদ কামারুজ্জামান
  - মতিউর রহমান নিজামী
  - মীর কাসেম আলী।
- যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বর্তমান চেয়ারম্যান - **বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম।**

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের **স্বাধীনতা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।**
- **২৯০ দিন** পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুযন্ত্রণা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে ছাড়া পান **১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি**। এদিন তাঁকে ও ড. কামাল হোসেনকে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৬টায় তাঁরা পৌঁছান **লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে**।
- সকাল ১০টার পর থেকে তিনি ব্রিটেনের **প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ**, তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলেন।
- পরে ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে তিনি পরের দিন **৯ জানুয়ারি দেশের পথে যাত্রা** করেন।
- লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু **১০ তারিখ** সকালেই নামেন দিল্লিতে। তিনি সেখানে ভারতের **রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী,** সমগ্র মন্ত্রিসভা, নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য অতিথি ও সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন।
- **১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি দুপুর ১ টা ৪১ মিনিটে** জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধুকে মিছিল সহকারে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে আসা হয়। এ **চার মাইল পথ অতিক্রম** করতে লাগে আড়াই ঘণ্টা।
- মৃত্যুর দুয়ার থেকে মুক্ত স্বদেশের বুকে ফিরে এসে প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে আনন্দ, আবেগ আর কান্নায় বার বার তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল।
- **আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন-**

'পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী অবস্থায় পৃথিবীর কোনো খবরই আমার কাছে পৌঁছত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, বাঙালির সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই, আমার দেশ স্বাধীন হবেই। **আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল।** আমি ভাবিনি, আমি ফিরে আসতে পারব। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। তবে মনে বিশ্বাস ছিল, আমি মুসলমান, মৃত্যু আমার আল্লাহর হাতে। আল্লাহর রহমত ছিল, আপনাদের দোয়া ছিল, তাই আমি আবার দেশের মাটিতে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পেরেছি। এ যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা। যে মাটিকে আমি এত ভালোবাসি, যে মানুষকে আমি এত ভালোবাসি, যে জাতিকে আমি এত ভালোবাসি, আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারব কিনা। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি বাংলার ভাইদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।'

ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার

- গোটা বিষয়টি বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে উপলব্ধি করে পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকা ফেরার পথে দিল্লিতে **শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম** সুযোগেই বঙ্গবন্ধু বলেন, দেশে ফেরার আগে আমি একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জেনে যেতে চাই। **বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কবে ফিরে আসবে?** জবাবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ইতিবাচক সাড়া দেন এবং বলেন, আপনি যেদিন চাইবেন, সেদিনই।
- ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। ভারত সরকারের আমলাতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মহলের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে **১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতীয় সৈন্যদের শেষ দলটি বাংলার মাটি ত্যাগ করে।**
- ১৯৭১ সালে যুদ্ধ জয়ের **মাত্র তিন মাসের মাথায়** বাংলাদেশের ভূমি থেকে **ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফিরে যাওয়াটা** ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এটা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী -উভয়ের জন্য এক **বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য**।
- এটা বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কোন নেতার পক্ষে এ বিষয়ে এতটা সাফল্য অর্জন করা ঐ সময়ে অসম্ভব ছিল। **দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং দেশবাসীর মনোভাব সম্পর্কে সদাসজাগ বঙ্গবন্ধু একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি** যে, বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।

Withdrawal of Indian Army

Diplomatic Achievement

বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি

- **বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি** দিয়েছিল **ভুটান**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ **পূর্ব জার্মানি**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী **প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ **ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়া**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী **প্রথম ওশেনিয়ার দেশ ফিজি**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী মধ্যপ্রাচ্যের এবং **আরব দেশ ইরাক**।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী **প্রথম অ-আরব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া**।

দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ	দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ
ভুটান (প্রথম)	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ব্রিটেন	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	কলম্বিয়া	২ মে, ১৯৭২
মায়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
নেপাল	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
ফিজি	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২		

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

- বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হবার পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ **গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়** এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা জারি করেন।
- নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)-এর সভাপতি **মাওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানান ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২।**
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল **(জাসদ)** জন্মলগ্ন থেকেই **সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু** করে ।
- **ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি** (মোজাফ্ফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের প্রতি **নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন** করে।
- **ডানপন্থী রাজনৈতিক** দলগুলোর তৎপরতা সেসময় **নিষিদ্ধ** ছিল।
- নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে-
  - **আওয়ামী লীগ** জয় লাভ করে- **৩০৬টি** আসনে
  - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জয় লাভ করে- ২টি আসনে
  - বাংলাদেশ জাতীয় লীগ জয় লাভ করে- ১টি আসনে
  - স্বতন্ত্র সদস্যরা জয় লাভ করে- ৬টি আসনে

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল

- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যেই **মুজিবনগর প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ (সচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে) ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন**।
- ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌঁছে **তাজউদ্দিন আহমদ** তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি **খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত** করে **আব্দুস সামাদ আজাদকে** তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তবে খন্দকার মোশতাক আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বহাল থাকেন।
- এমনি প্রেক্ষাপটে **বঙ্গবন্ধু ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান** এবং লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌঁছেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কারাগারে আটক থাকলেও তিনি **মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট পদে** বহাল ছিলেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি **প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন** করেন।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল

- **বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সাংবিধানিক ভিত্তি** ছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশে **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার** ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।
- **বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন** ছিল একটি **সংসদীয় গণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠার। সেই লক্ষ্যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির পর ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে **প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ** করেন।
- এভাবেই ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামল বা বঙ্গবন্ধুর শাসনামল। বঙ্গবন্ধুর শাসনামল মাত্র **৩ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন** স্থায়ী ছিল।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে ঐ শাসনামলের অবসান ঘটে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

বঙ্গবন্ধু যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সে সময় এই দেশটি **নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতির ফলে হয়ে পড়েছিল এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভূ-খণ্ড।** যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের খাতওয়ারি ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

(১) **কৃষি ক্ষেত্রে:** পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সরকারি গুদামে **মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ** এবং মাঠের গভীর ও অগভীর নলকূপ **ধ্বংস** করেছিল।

(২) **খাদ্য সংকট:** খাদ্য ঘাটতি – ৪০ লক্ষ টন সরকার মজুত পায় – ৪ লক্ষ টন।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

(৩) **ধ্বংসপ্রাপ্ত সরকারি বেসরকারি ভবন ও শরণার্থী পুনর্বাসন:** পাকিস্তানী বাহিনী সারা বাংলাদেশে প্রায় **৪৩ লাখ বসতবাড়ি**, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, **৬ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসা**, ৯ শত কলেজ ভবন ও **১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়**। এগুলো নতুন করে নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমান অর্থের এবং নির্মাণ সামগ্রী, যেমন- বাঁশ, কাঠ, টিন ইত্যাদি। আবার, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী **প্রায় ১ কোটি শরণার্থী** ও দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হওয়া **লক্ষ লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন** করার এক কঠিন দায়িত্ব এসে যায় সরকারের সামনে।

(৪) **বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম:** মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ ছিল**। সে সময় পুড়িয়ে দেয়া শিক্ষা ভবনগুলো পুনর্নির্মাণ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি মেরামত বা নতুন করে নির্মাণ করে ক্লাশ শুরু করা নতুন সরকারের জন্য ছিল এক বড় দায়িত্ব। তাছাড়া স্বাধীন **বাংলাদেশের উপযোগী পাঠ্য বই রচনা** ও প্রকাশের এক গুরু দায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় **অসংখ্য শিক্ষক শহিদ** হওয়ায় সে পদগুলো পূরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকদের **৯ মাসের বেতন বন্ধ ছিল**। তা পরিশোধ করাও ছিল এক গুরু দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

(৫) **বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা:** মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে **২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু** ও **৩০০টি রেল সেতু** ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে সময় **৪৫ মাইল রেল লাইনের** সম্পূর্ণ অংশ এবং ১৩০ মাইল রেল লাইনের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৫০টি বগি ও বেশ কয়েকটি রেল ইঞ্জিন অকেজো হয়। রেল ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের কারখানাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। সরকারি পরিবহনের **শত শত বাস ও ট্রাক ধ্বংসপ্রাপ্ত** হয়। সারা দেশে **প্রায় ৩০০০ মালবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়**। মাল পরিবহনের সরকারি **কার্গোগুলোও নিমজ্জিত** হয়। **চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে** মাইন পোতার কারণে বন্দর দুটি **অকার্যকর** হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বেসামরিক **যাত্রীবাহী কোন বিমান সরকারের হাতে ছিল না**।

(৬) **বিধ্বস্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা:** মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসহ বিদেশের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে **টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনগুলোতে** পাহারারত পাকিস্তান বাহিনী **ট্রাঙ্কব্যবস্থা বিনষ্ট** করে দেয়। তারা টেলিফোন সংস্থার **নথিপত্র পুড়িয়ে** দেয়। টেলিফোন ব্যবস্থা সচল করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল ঢাকা শহরের জন্য কমপক্ষে ৫০০০ টেলিফোন সেট, ৩১টি ট্রাঙ্ক লাইন নতুন করে স্থাপন, এক্সচেঞ্জের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা, **২০০০ কি.মি. দীর্ঘ টেলিফোন** তার আমদানি করা, কমপক্ষে **১০০০ দক্ষ টেলিফোন কর্মী** ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

(ঘ) **বিদ্যুৎ ব্যবস্থা:** সারা দেশে **বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত** হয়েছিল। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় **গোডাউন গুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না।**

(ঙ) **অর্থনৈতিক অবস্থা:** আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর **ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোটগুলো পুড়িয়ে দেয় এবং গচ্ছিত সোনা লুট করে।** ব্যাংকের নথিপত্রও তারা বিনষ্ট করে। মুক্তিযুদ্ধের পর অবাঙ্গালি কর্মকর্তা কর্মচারীরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত হলে ব্যাংকগুলোতে **দক্ষ জনবলের অভাব** দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় **শিল্প-কল-কারখানাগুলো প্রায় বন্ধ ছিল।** ফলে অনেক মিল অকেজো হয়ে পড়ে। এগুলো চালু করার মত স্পেয়ারপার্টস ও কাঁচামাল কোন গুদামেই মজুদ ছিল না। উপরন্তু বিভিন্ন মিলে কর্মরত অবাঙালি শ্রমিকেরা আত্মগোপনে বা রিফুজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ায় দক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। কাঁচামাল আমদানির জন্য **বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন** হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

(৯) **বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও দক্ষ প্রশাসকের অভাব:** দেশ পুনর্গঠনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল দক্ষ **প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার এ**বং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের। ডাক, তার, রেল, মিল-কল-কারখানা প্রভৃতি সেক্টরে অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা এসব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতো বিধায় **নতুন রাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব** দেখা দেয়।

(১০) **সংবিধান ও আইনের শূন্যতা:** নতুন সরকারের হাতে **কোন সংবিধান ছিল না**। ছিল উপনিবেশিক আইন ব্যবস্থা। স্বল্প সময়ে সংবিধান প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর সরকারকে পালন করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

❖ নতুন সরকারকে তাৎক্ষণিকভাকে আরো যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়-

(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে **অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন** করা। শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করাও ছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে অন্যতম গুরু দায়িত্ব।

(খ) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী **দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন** করা।

(গ) পাকিস্তানে আটক প্রায় **৪ লক্ষ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনা**।

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সোয়া লক্ষ **ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো**।

(ঙ) স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে **বাংলাদেশের স্বীকৃতি** লাভ করা।

(চ) জাতিসংঘসহ সকল **আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন** করা।

(ছ) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য **আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ** করা।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের চিত্র

(ঙ) **বিরোধী রাজনীতিকে মোকাবিলা করা**। সেসময় সর্বহারা পার্টি জাসদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপ নতুন সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

(চ) **সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা**।

(ঞ) **আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব**, বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মোকাবিলা করা।

(ট) সর্বোপরি দেশের **জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা**, ঐতিহাসিক ১১ দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো, যেমন- ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক বীমা, পাট ব্যবসা ও **বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের উপর থেকে খাজনা হ্রাস করা**, বকেয়া খাজনা মওকুফ করা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ মন্ত্রিপরিষদ

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির নিকট দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন বাংলাদেশের **প্রেসিডেন্ট** নিযুক্ত হন **বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী**। প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন **বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম**। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু **১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন** করেন। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২। ঐ সভায় কতগুলো মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

(১) ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে প্রচলিত বাংলাদেশের পতাকার নকশা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে সবুজের মাঝখানে শুধু লাল গোলক রেখে বাংলাদেশের **জাতীয় পতাকা অনুমোদন** করা হয়।

(২) **বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত** কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' নির্ধারণ করা হয়।

(৩) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের **'চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'** গানটি বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ পুনর্বাসন পদক্ষেপ

- পুনর্বাসনের বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শাসনকার্য শুরু করেছিলেন। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় **এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা**, দেশের অভ্যন্তরে প্রায় **৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ** পুনর্নির্মাণ করা এবং এদেরকে খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ছিল সরকারের বিরাট দায়িত্ব।
- সেসময় **প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল**। স্থানীয় পরিষদগুলো ছিল পাকিস্তানপন্থীদের দখলে। নতুন সরকার প্রচুর পরিমাণ আন্তর্জাতিক ত্রাণ সামগ্রী লাভ করলেও সেগুলির সুষ্ঠু বিতরণ করা বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে অসম্ভব ছিল।
- এমনি পরিস্থিতিতে সরকার **রেডক্রস সোসাইটিকে** জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত **পুনর্গঠিত করেন**। ৯ জানুয়ারি ১৯৭২ পাশাপাশি গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে **৫ থেকে ১০ সদস্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন** করা হয়।
- আওয়ামী লীগপন্থী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। এভাবে **ইউনিয়ন থানা ও জেলাতে ত্রাণ কমিটি গঠন** করা হয়। কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ জাতীয়করণ কর্মসূচি

➲ বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ২৬ মার্চ, ১৯৭২-এ **পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আইন পাশ করে**।

➲ **বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়করণ** আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ত সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলো সমন্বয় করে **৬টি নতুন ব্যাংকে রূপান্তর** করে।

➲ ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে জারিকৃত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশের আওতায় **অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫% শিল্প-কল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এব রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা এবং দখল গ্রহণ করে**।

➲ জাতীয়করণ আইনের আওতায় **৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল** এবং **১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ** করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা যা পূর্বেও সরকারি মালিকানায় ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়াত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে **১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী সম্পদ** বিশিষ্ট পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও **বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ** করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ কৃষি সংস্কার

- বঙ্গবন্ধু কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের সময় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছিল কৃষিখাত নির্ভর।
- বঙ্গবন্ধু জানতেন যে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। "কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে"- এই স্লোগানকে শুধু শ্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করেনি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বাধীন সরকার।
- মুক্তিযুদ্ধের পর ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করার দায়িত্ব বর্তেছিল। সে দায়িত্ব দক্ষতার সাথেই পালন করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার।
- তাদের কৃষিজ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মৌলিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তা দানের পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ করেছিল।

Diversified

Dutch Disease

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ শিক্ষা সংস্কার

- দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জাতীয় অগ্রগতি নির্ভরশীল। **বঙ্গবন্ধু** সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশেও **মানব সম্পদের উন্নতির** লক্ষ্যে শিক্ষার বিকাশের উপর জোর দেন।
- ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছিল। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **ড. কুদরত ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ** করেন।
- কুদরত ই-খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনা ভিত্তিক বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একটি রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের নিকট দাখিল করেন। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে **জাতীয় শিক্ষানীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুই নিয়েছিলেন**।
- **বঙ্গবন্ধু অফিস-আদালতে বাংলা প্রচলনের** কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীসহ সকল অফিসে বাংলা চালু করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।
- **বাংলা একাডেমিতে** সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। **জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ** দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ অর্থনৈতিক সংস্কার

- বঙ্গবন্ধু সরকার শাসনভার গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার যত দ্রুত সম্ভব প্রধান প্রধান **শিল্প, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যেরও প্রায় ৮০% রাষ্ট্রায়ত্ত করে**।

- ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং **১০০ বিঘা এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ** করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি **পরিকল্পনা কমিশন গঠন** করে।

- ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে **প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা** (১৯৭৩-৭৮) কার্যকর হয়। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

‘বাংলাদেশ জাতিসত্তার
এক অবিচ্ছিন্ন অংশ
হয়”।

Nurul Islam

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন-

১) **প্রথম পাঁচশালা** (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনায় বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭%-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

২) তিনি নতুন **চারটি কর্পোরেশন গঠন** করেন । **যেমন-**

(ক) **বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন**

(খ) **বাংলাদেশ সুগার কর্পোরেশন**

(গ) **বাংলাদেশ টেক্সটাইল কর্পোরেশন** এবং

(ঘ) **বাংলাদেশ গ্যাস অ্যান্ড অয়েল কর্পোরেশন**

৩) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ **শিল্প ঋণ সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক** প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০৫০টি নতুন শাখা স্থাপন করেন।

৪) **বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা** করে এর ৩৩৫টি শাখা স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

৫) স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য **নতুন মুদ্রা চালু** করেন।

৬) তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জন্য সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭) গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে **বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি** (IRDP)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

৮) বঙ্গবন্ধু **ঘোড়াশাল সারকারখানা, আশুগঞ্জ** কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্পস্থাপন, বন্ধ শিল্পকলকারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জোর প্রয়াস গ্রহণ করেন।

❖ সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য **নতুন বেতন কমিশন গঠন** করে ১০ স্তর বিশিষ্ট নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তরিক ছিলেন। **১৯৭২ সালের ১ মে তিনি মে দিবসে শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির ঘোষণা দেন**।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল **ব্রিজ-সেতু পুনর্নির্মাণ** করেন। অতিরিক্ত **৯৭টি নতুন সড়ক সেতু** নির্মাণ করেন। ঢাকা-আরিচা রুটের বড় বড় সড়ক সেতুগুলো বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে নির্মিত হয়। সেসময় **ধ্বংসপ্রাপ্ত রেল সেতুগুলোও চালু** করা হয়। **যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ** করা ছিল বঙ্গবন্ধুর এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। তার উদ্যোগে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করে।

(খ) বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধুর সময়ে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে **বিমান চালুর ব্যবস্থা** গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রুটেও একটি বোয়িং সংযোজিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন **ঢাকা-লন্ডন রুটে বিমানের প্রথম ফ্লাইট চালু** হয়। কুর্মিটোলার **আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর** নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

(গ) সমুদ্র ও নৌপরিবহন ক্ষেত্রে উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ **শিপিং কর্পোরেশন গঠিত** হয়। এই শিপিং কর্পোরেশন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কোস্টারসহ **১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ** করে।

(ঘ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সারা দেশে বিদ্যুৎ সাব স্টেশনগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোডাউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি **৫০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি** করেন এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে **১৫০০ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন** করেন এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে উৎপাদিত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ থেকে ডিসেম্বরে **৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত** হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী **পল্লী বিদ্যুৎ কর্মসূচি** সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয় এবং এমনকি সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়।

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই **৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা** করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধু পাবর্ত্য চট্টগ্রামে **ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের কাজ** সমাপ্ত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) সরকার গঠনের তিনদিনের মধ্যেই ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে দেশে **মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়া দৌড় নিষিদ্ধ ঘোষণা** করেন। তিনি একই সাথে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করেন।

(খ) বঙ্গবন্ধু ২৪ মে ১৯৭২ তারিখে **বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন**।

(গ) ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে **বঙ্গবন্ধু ৯টি বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন** করেন।

(ঘ) তিনি ঢাকায় **শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা** করেন।

(ঙ) ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার বাসপুরায় **বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন** ভবন উদ্বোধন করেন।

(চ) **'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়'**- এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যে ২০ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে **ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার** জন্য এক অধ্যাদেশ জারি করেন। বাংলাদেশের **তবলীগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন**। টংগীতে তবলীগের বিশ্ব ইজতেমার স্থান করে দেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

(ছ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু দুঃস্থ শিল্পী সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে **'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন'** প্রতিষ্ঠা করেন।

(জ) ৭ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে দুঃস্থ ক্রীড়াবিদদের কল্যাণার্থে **"বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন"** গঠিত হয়।

নারীদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা

- বঙ্গবন্ধু দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালে **নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা** করেন। ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে **'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'** সৃষ্টি করেন।
- চাকরির সকল ক্ষেত্রে **নারীর জন্য তিনি ১০ ভাগ কোটা** সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।
- **নারীর ক্ষমতায়নের** লক্ষ্যে তিনি **ড. নীলিমা ইব্রাহিমকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক** হিসেবে নিয়োগ দেন এবং **মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ ও বেগম নূরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায়** অন্তর্ভুক্ত করেন।

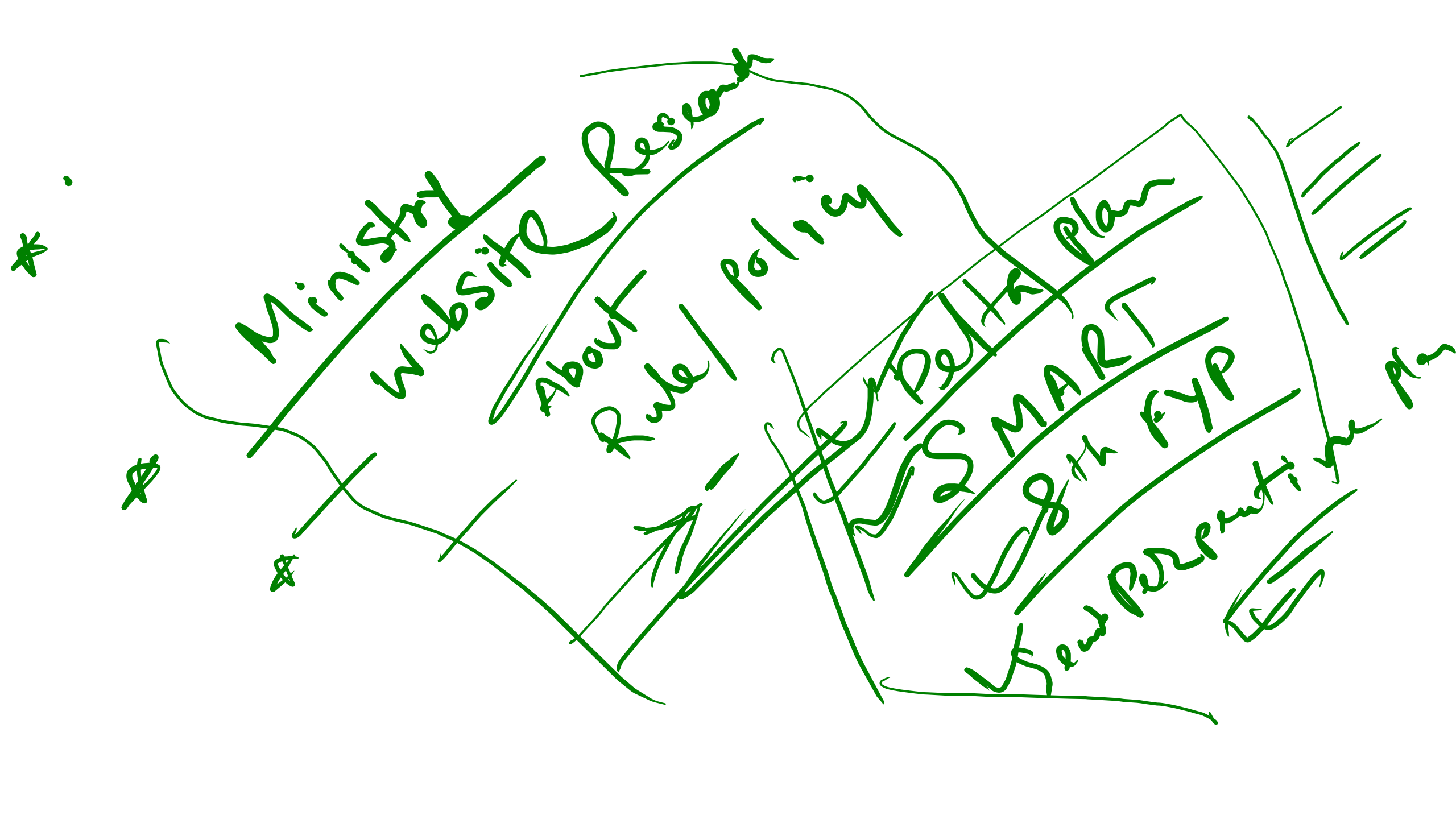

Ministry

Website Research

About Rule / policy

Delta Plan

SMART

8th FYP

Perspective Plan

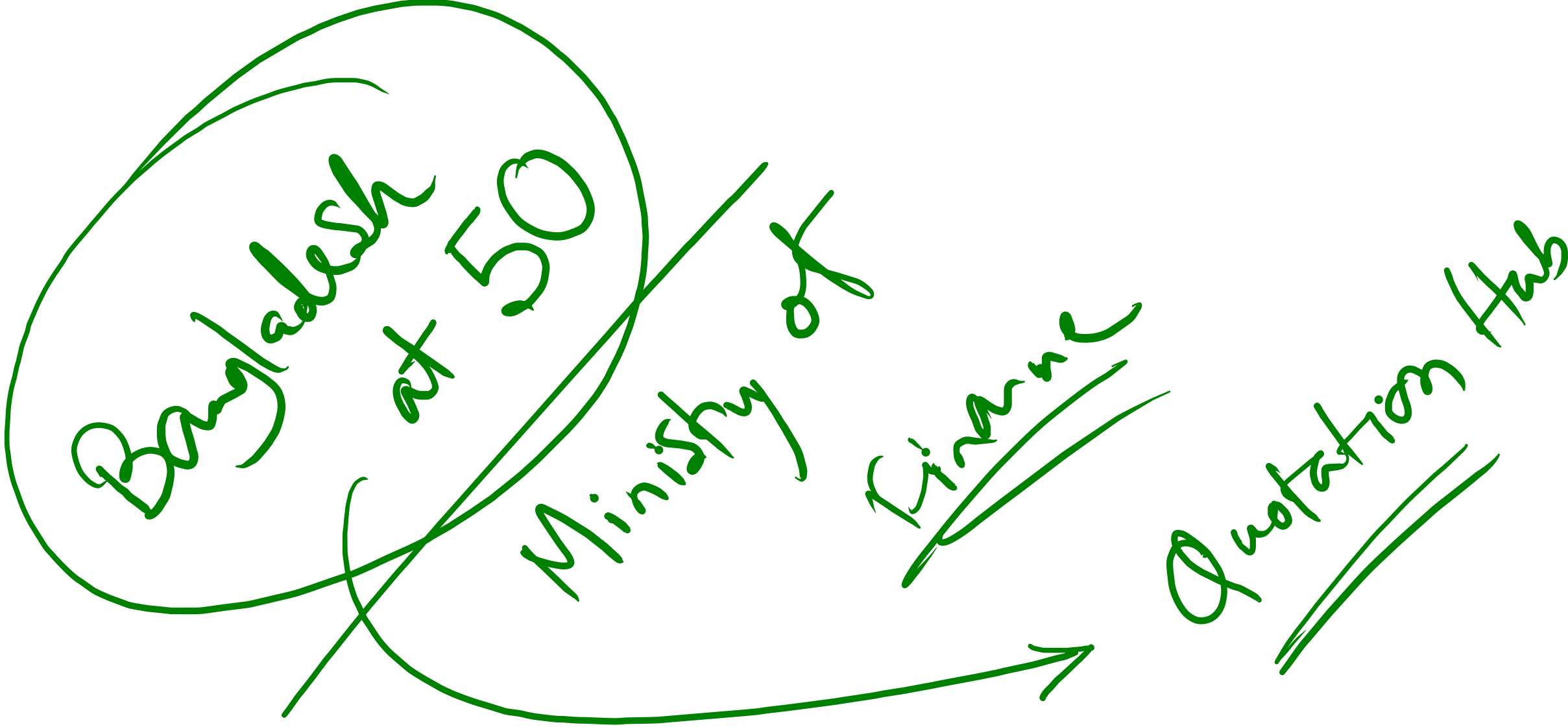
Bangladesh at 50
Ministry of Finance
Quotation Hub

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) ৬ মার্চ, ১৯৭২ তারিখে তিনি **বিডিআর গঠনের আদেশ** জারি করেন। বঙ্গবন্ধু ৮ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের **প্রথম সামরিক একাডেমি উদ্বোধন** করেন। বঙ্গবন্ধু যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করেন **মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান**। তিনি ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার ক্রয় করেন। **উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু সামরিক অফিসারদেরকে বিদেশে প্রেরণ করেন**। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জোয়ানদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন।

(খ) বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে **বঙ্গবন্ধু** প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে **জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেন**। রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর ৬ ভাগের ১ ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেয়া অস্ত্রে তাদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অর্জন

➲ বঙ্গবন্ধু **তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি** অনুসরণ করা।

➲ **বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার জোট নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছেন**।

পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সাফল্য অর্জন করেন। যেমন-

(ক) সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের **মাত্র ৩৫ দিনের** মধ্যেই ১৪ মার্চ ১৯৭২ তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত** পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(খ) বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪ এপ্রিল ৭২ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি** প্রদান করে

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

(গ) বঙ্গবন্ধুর সরকার ১০ মে ১৯৭২ তারিখে **আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ** করে।

(ঘ) ১৯৭৩ সালের ২৩ মে মাসে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে এশিয়া শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু **'জুলিও কুরী' পদক লাভ** করেন।

(ঙ) ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে বাংলাদেশ **জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ** করে।

(চ) ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে **বাংলা ভাষায় ভাষণ** দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত করেন।

(ছ) বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে **১২১টি দেশের স্বীকৃতি লাভ** করে। তাছাড়া বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য ও ইসলামি পররাষ্ট্র সম্মেলনের সদস্যপদসহ **১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে**।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

- বঙ্গবন্ধু প্রতিটি **শহিদ পরিবারকে আর্থিক অনুদান** প্রদানের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি গঠন করেন **মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট**।
- ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ খেতাব** প্রদানের তালিকা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু **৭ জন** বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, **৬৮ জনকে বীর উত্তম** (বর্তমানে ৬৭ জন), **১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম** (বর্তমানে ১৭৪ জন) এবং **৪২৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর প্রতীক** (বর্তমানে ৪২৪ জন) পদক প্রদান করেন।
- এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি **কর্নেল (অব:) আতাউল গণি ওসমানীকে জেনারেল** এবং **চিফ অব স্টাফ কর্নেল (অব:) আব্দুর রবকে মেজর জেনারেল** পদে ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪

➲ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে নিবর্তনমূলক আইনের বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ **সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখার জন্য আটক রাখতে পারবে।**

➲ এই আইনের ১৫ ধারা বলে ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক কাজ, ১৬ নং ধারা বলে ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ, ১৭ ও ১৮ নং ধারা বলে কোনো দলিল তৈরি, মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং কতিপয় বিষয় প্রকাশনা থেকে যে কোন ব্যক্তিকে বা সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

➲ ১৯ ও ২০ নং ধারা বলে **শান্তি ও নিরাপত্তার জনা হুমকিস্বরূপ কোনো সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান** করা হয়।

➲ ২৪ নং ধারা বলে সাক্ষ্য আইন জারির ক্ষমতা, ২৫ নং ধারার **মাধ্যমে মজুদদারি, কালোবাজারি, চোরাচালানি, ভেজাল দেয়া, মুদ্রা বা স্ট্যাম্প জাল করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ** ও অপরাধীকে সাজা প্রদানের বিধান করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ রক্ষীবাহিনী গঠন

- মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী ছিল না।
- সেনাবাহিনীও তখন সুসংগঠিত ছিল না। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের সুযোগ ছিল না। এমনি অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের চিন্তাভাবনা করতে থাকে।
- ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ **'জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ'** প্রণয়ন করা হয়। তবে তা **১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর** করা হয়।
- এই আইনের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।
- ঐ আইনে ১৬ নং অনুচ্ছেদে **বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন** করা হয়।
- ১৭ নং অনুচ্ছেদে সরকারকে রক্ষীবাহিনীর জন্য **'আইন প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের'** ক্ষমতা দেয়া হয়।
- ৮নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয় যে,"ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোন আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যে কোন সদস্য বা অফিসার ৮নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে-
  - (১) যে কোন **আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত** যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার,
  - (২) যে কোন ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশি বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকোনো **সামগ্রী বাজেয়াপ্ত** করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ

➲ বঙ্গবন্ধু সরকারকে আরেকটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে। উক্ত দুর্ভিক্ষের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খাদ্য ঘাটতি, মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, ১৯৭২-৭৪ সময়ের খরা, বন্যা ও দেশি-বিদেশি চক্রান্ত কতটা দায়ী তা বিবেচনায় না নিয়ে একতরফাভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারকে দায়ী করে অপপ্রচার চালানোর একটা প্রবণতা ছিল।

➲ পাকিস্তান আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালের ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে উন্নীত হয় ।

➲ ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার ফলে **১৯৭০ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ** টনে পৌঁছায় ।

➲ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষি কাজ ব্যাহত হওয়া ও বন্যায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য ঘাটতি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায় ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, **১৯৭৪ সালের ডবল বন্যায় প্রায় ১ কোটি টন ফসল নষ্ট হওয়ার** ফলেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

➲ সেসময় আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেসময় খারাপ থাকায় খাদ্য পরিবহনেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সারাদেশে **৫৭০০টি লঙ্গরখানা** চালু করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসেবে **২৭,৫০০ জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল**।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২

➲ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের কাছেই পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। সেই ভারতীয় বাহিনীকে **১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়**। এটি বঙ্গবন্ধুর বড় কৃতিত্ব।

➲ এরপর ১৭ মার্চ, ১৯৭২ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় ১৯ মার্চ তিনি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবায়নযোগ্য একটি **২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর** করেন। এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব, রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে দু'দেশের গড়ে ওঠা সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করে।

➲ **চুক্তিতে ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল**। চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ, যথা- **শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ**। চুক্তির প্রস্তাবনায় সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় দেশের সীমান্তকে চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

❖ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২ এর শর্তসমূহ-

(১) উভয় দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে একে অপরের **অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে**

(২) উভয় পক্ষ সারা বিশ্বের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনসমষ্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন প্রদান করবে।

(৩) উভয়পক্ষ তাদের **জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের** নীতিতে অটল থাকবে।

(৪) যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয়পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় করবেন।

(৫) উভয়পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং **পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করবে**।

(৬) **বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী সমতল উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থা** উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

(৭) উভয়পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পর্ক অব্যাহতভাবে ভাল রাখবে

(৮) কোন এক পক্ষ অপরপক্ষের সঙ্গে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে **সামরিক মৈত্রী স্থাপন থেকে বিরত** থাকবেন, একে অপরের ওপর কোন আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবেন না এবং নিজ ভূ-খণ্ডে এমন কোন সামরিক আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেন না যা অপর পক্ষের জন্য সামরিক ক্ষতি বা নিরাপত্তার উপর হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(৯) **উভয় পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে যে কোন তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা দানে বিরত থাকবে**। কোন কারণে এক পক্ষ অন্য আরেক পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হবার হুমকির সম্মুখীন হলে উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই আক্রমণ বা হুমকি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(১০) কোন পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থী হয় এমন কোন বিষয়ে কোন এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোন রকমের প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

➲ শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ছিল বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সদস্য সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করে এবং **শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ধানমন্ডি ৩২-এর বাসভবনে সপরিবারে হত্যা করে**।

➲ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত **খন্দকার মোশতাক আহমেদ** অঘোষিতভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনকেন্দ্রিক রাজনীতিতে প্রথমবারের মতো সামরিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ঘটে। হত্যাকাণ্ডটি বাংলাদেশের আদর্শিক পটপরিবর্তন বলে বিবেচিত।

➲ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে হত্যাকাণ্ডে **অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়**।

- এদের একদল ছিল **মেজর হুদার অধীনে** বেঙ্গল ল্যান্সারের ফার্স্ট আর্মড ডিভিশন ও ৫৩৫ পদাতিক ডিভিশনের সদস্যরা যারা **মুজিবের বাসভবন আক্রমণ** করেন।
- **সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত** তার "মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা" বইয়ে লিখেন যে, মুজিবের বাসভবনের রক্ষায় নিয়োজিত আর্মি প্লাটুন প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করে নি। মুজিবের পুত্র, শেখ কামালকে নিচতলার অভ্যর্থনা এলাকায় গুলি করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

- বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার বিষয়ে আদালতকে **কে. এম. সফিউল্লাহ বলেন,** "আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলি তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনে বলে উঠলেন, "**সফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।**" প্রতি উত্তরে আমি বলেছিলাম, আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং। ক্যান ইউ গেট আউট অব দ্য হাউস?"

- আমি যখন জিয়া ও খালেদ মোশাররফকে ফোন করি তখন তাঁদের তাড়াতাড়ি আমার বাসায় আসতে বলি। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে তাঁরা আমার বাসায় এসে পড়ে। **জিয়া ইউনিফরমড ও শেভড**। খালেদ মোশাররফ নাইট ড্রেসে নিজের গাড়িতে আসে।

- মুজিবকে পদত্যাগ করা ও তাঁকে এ বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। **মুজিব সামরিক বাহিনীর প্রধান, কর্নেল জামিলকে টেলিফোন করে সাহায্য চান**। জামিল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সৈন্যদের সেনানিবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলে তাকে সেখানে গুলি করে মারা হয়। মুজিবকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

➲ **হত্যাকাণ্ডের শিকার হন-**

- মুজিবের স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (উপরের তলায় হত্যা করা হয়),
- মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসের,
- দুইজন চাকর (শৌচাগারে হত্যা করা হয়);
- শেখ জামাল, ১০ বছর বয়সী শেখ রাসেল এবং
- মুজিবের দুই পুত্রবধুকে হত্যা করা হয়।
- **শেখ মুজিবের শরীরে আঠারটি গুলি করা হয়েছিল।**

➲ সেসময় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। তারা ভারত সরকারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে চলে আসেন। তিনি নির্বাসিত অবস্থায় দিল্লীতে বসবাস করতে থাকেন। তিনি **১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন**।

➲ মুজিবের পরিবারের পাশাপাশি দুটি সৈনিক দল **মুজিবের ভাগ্নে ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শেখ ফজলুল হককে (মনি)** তার অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রীর সাথে ১৩/১, ধানমন্ডিতে এবং মুজিবের ভগ্নিপতি ও সরকারের একজন মন্ত্রী **আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে** তার পরিবারের ১৩ জন সদস্যসহ মিন্টু রোডে হত্যা করে। দুই পুত্র শেখ ফজলে শামস পরশ ও শেখ ফজলে নূর তাপস হত্যাকাণ্ডের সময় নিজেদের জীবন রক্ষার্থে বাড়িতে লুকিয়ে থাকার কারণে প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

- চতুর্থ এবং সবচেয়ে **শক্তিশালী দলটিকে সাভারে অবস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর** দ্বারা সংঘটিত প্রত্যাশিত বিরোধী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য পাঠানো হয়। একটি সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর **এগারজনের মৃত্যু** হলে সরকারের অনুগতরা আত্মসমর্পণ করে।
- মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপরও বাংলাদেশের রূপকার, এদেশের সব মানুষের অতি প্রিয় নেতাকে এভাবে জীবন দিতে হলো। **এমনি করুণ, নির্মম, হৃদয়বিদারক হত্যার নজির বিশ্ব ইতিহাসে নেই বললেই চলে**। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ষড়যন্ত্রে দেশি-বিদেশি চক্র এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। **খুনি চক্রের নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ**। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কারণে বিশ্বের চোখে আমরা কৃতঘ্ন জাতিকে পরিণত হয়েছি। ক্ষমতা দখলকারীরা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ, **বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কী? ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়গুলো আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারতের ভূমিকা কী ছিল তা আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- খেতাবপ্রাপ্ত তিনজন নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম, অবদানসহ উনারা কোন কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেন? বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কী ছিল? [৩৩তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নাম লিখুন। [৩০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংগঠন, ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর হতে ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কীভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। [২৯তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর আলোকপাত করুন। [২৮তম বিসিএস]
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা কী ছিল? [২৩তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। [২২তম বিসিএস]

টীকাসমূহ

- শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস [৩৮তম, ১১তম বিসিএস]
- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ [৩৮তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ [৩১তম বিসিএস]
- বীরশ্রেষ্ঠ [১৫তম বিসিএস]

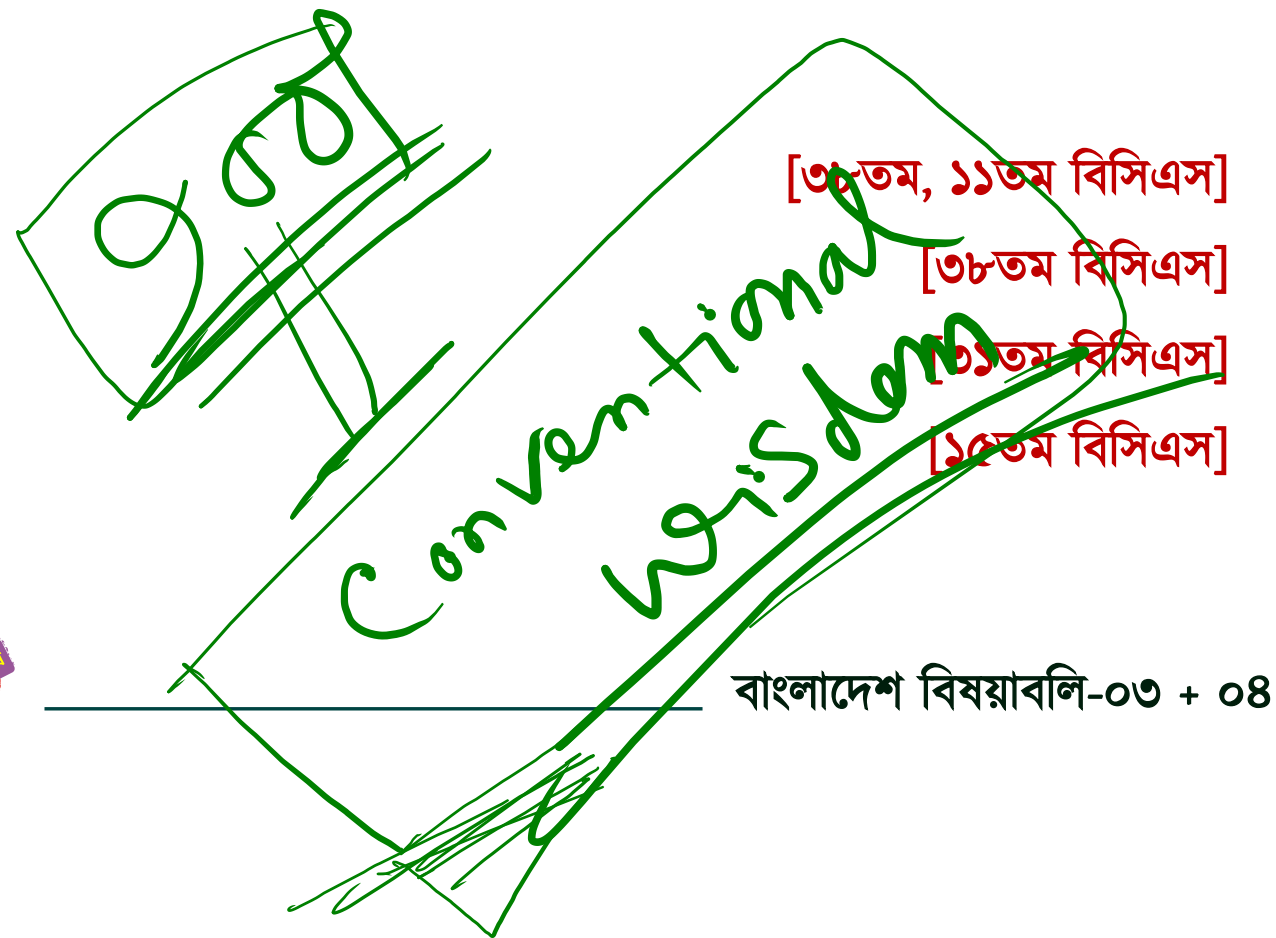

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy